শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

"ভারতবর্ষ" ও ভক্তিপথ

[ভারতে ভক্তিপথ-ব্যতীত অভক্তিপথ-ত্রয় অধিকার-ভেদে পূর্ণমাত্রায় প্রচারিত আছে। সাধারণ বিচারহীন সম্প্রদায় আপাত ফললাভে লুব্ধ হইয়া কর্ম্মপথ, কর্ম্মপথে বিরক্ত জনগণ শ্লথবিচারবিশিষ্ট হইয়া জ্ঞানপথ এবং যথেচ্ছাচারিতা-প্রিয়ব্যক্তিগণ অন্যাভিলাষের পথ গ্রহণ করিয়া থাকেন। ভক্তিপথগ্রহণে তাঁহাদের অনেকেরই ইচ্ছা প্রবলা দেখা যায় না। ভক্তিপথের পথিকগণ দুষ্প্রাপ্য হওয়ায় হরিসেবা-বিমুখ ব্যক্তিগণ নানাপথ উদ্ভাবন করিয়াছেন। কিন্তু ভক্তিপথের সৌন্দর্য্য, মহিমা ও একমাত্র প্রয়োজনীয়তা ভারতবাসী জনসাধারণ যাহাতে তারতম্যবিচার-মূলে আলোচনা করিতে পারেন, তজ্জন্য কালে কালে ভগবদবতারসমূহ ও তদনুগ শুদ্ধভক্তগণ যত্ন করিয়াছেন, করিতেছেন ও করিবেন। অভক্তসম্প্রদায় অর্থাৎ অন্যাভিলাষী, কর্ম্মী, জ্ঞানী, অন্যাভিলাষমিশ্র কর্ম্মী, অন্যাভিলাষযুক্ত জ্ঞানী, কর্ম্মমিশ্র জ্ঞানী প্রভৃতি ব্যক্তিগণ নির্ম্মলা ভক্তির কথা চাপা দিবার জন্য সর্ব্বতোভাবে সচেষ্ট। লোকের মনোরঞ্জন করিয়া ভৃতিলাভের আশাই যাঁহাদের জীবনের একমাত্র তাৎপর্য্য, তাঁহারা ভক্তিপথের সৌন্দর্য্য লোকনয়নে আনয়ন করিবার প্রতিপন্থী।

শ্রীগৌরসুন্দরের অনুগত গৌড়ীয়গণ শুদ্ধভক্তিপথের পথিক। তাঁহারা প্রাণিমাত্রকে কোন প্রকারে উদ্বেগ দিতে প্রস্তুত না হইলেও জগদ্‌বাসীর সহিত প্রেমাভাবযুক্ত না হওয়ায় শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের দয়ার অনুসরণ করিয়া থাকেন। 'ভোগী' বা 'ত্যাগী' অভিমানীর অহঙ্কারনিরসনের জন্যই অর্জ্জুনের ও উদ্ধবের নিকট শ্রীকৃষ্ণের গান এবং বহির্ম্মুখ জনগণকে বঞ্চনপূর্ব্বক তাহাদের অযোগ্যতার গর্হণকল্পেই ভগবান্ বেদশাস্ত্রের কদর্থ করিবার প্রবৃত্তি জীবহৃদয়ে উদয় করাইয়াছেন।

নিম্নলিখিত নিবন্ধটি পাঠ করিলে পাঠক চরম মঙ্গল লাভ করিবেন। এই মঙ্গল ক্ষণ-কালের জন্য নহে অথবা অপূর্ণ মঙ্গলের প্রকার-ভেদ নহে। ভারতবর্ষে রজোগুণতাড়িত তমোগুণাচ্ছন্ন বিচারক-সম্প্রদায়-ব্যতীত ভক্তিপথের পথিক একেবারে থাকিবেন না, তাঁহাদিগকে ভারতবর্ষ হইতে বৈকুণ্ঠের দিকে অভিযান করাইবার উদ্দেশ্য থাকা উচিত নহে, রজস্তমোগুণাবলম্বিগণ সাত্ত্বিকের বিনাশ কামনা করিয়া থাকেন বলিয়াই শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্যদেব ও শুদ্ধভক্ত গৌড়ীয়গণ ভারতবর্ষে ভক্তির কথা প্রচার করিবেন না বা তাহা চাপা দিয়া রাখিবেন এবং তৎফলে অভক্তের তাণ্ডব নৃত্যে ভারতবাসী মানবগণকে হরিসেবা-বিমুখ রাখিবে —এই কুবিচার গ্রহণ করিতে নিরপেক্ষ সুধীগণ অসমর্থ বলিয়া মহামহোপদেশক অধ্যাপক আচার্য্য শ্রীযুক্ত নিশি-

কান্ত সান্ন্যাল এম্-এ মহোদয়ের একটি নিবন্ধ প্রকাশ করা হইতেছে। যে কোন প্রকারে হউক, এই নিবন্ধ সুপঠিত হইলে অভক্তগণের একমাত্র শ্রেয়ঃ এবং ভক্তগণের আনন্দ বর্দ্ধন করিবে বলিয়াই ইহা প্রকাশিত হইল।

—শ্রীগৌড়ীয়-সঙ্ঘপতি।]

আশ্বিনের (১৩৪২) 'ভারতবর্ষ' পত্রে শ্রীযুত বসন্ত কুমার চট্টোপাধ্যায় এম্-এ "শ্রীচৈতন্যদেব ও জাতিভেদ"-শীর্ষক একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তাহাতে তিনি ঢাকা-বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডক্টর শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের 'ভারতবর্ষের ইতিহাসে' লিখিত "Chaitanya did away with distinction of caste" (Page 202) অর্থাৎ 'শ্রীচৈতন্যদেব জাতিভেদ তুলিয়া দিয়াছিলেন'—এই কথার সমালোচনা করিয়া বলিয়াছেন,—এই "কথাটি যে কত ভুল, তাহা শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনী-সম্বন্ধে প্রামাণিক এবং সর্ব্বজন-পরিচিত 'শ্রীচৈতন্যভাগবত' ও 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' আলোচনা করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে। শ্রীচৈতন্যদেব বিশ্বাস করিতেন যে, পূর্ব্বকৃত কর্ম্মানুসারে অধিকারভেদের উপর জাতিভেদ প্রতিষ্ঠিত।"

বসন্তবাবু আরও লিখিয়াছেন,—"সংহিতা ও উপনিষদ্ উভয়ের মধ্যেই জাতিভেদের কথা আছে। পুরাণের মধ্যেও যে জাতিভেদের কথা যথেষ্ট পরিমাণে আছে, তাহা বলাই বাহুল্য। শ্রীচৈতন্যদেবের ধর্ম্ম শ্রীমদ্ভাগবতের সহিত

ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট,—ইহা সুবিদিত। শ্রীমদ্ভাগবতে জাতিভেদের কথা অনেক স্থলেই আছে। বস্তুতঃ শ্রীমদ্ ভাগবতে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, ঈশ্বর জাতিভেদ সৃষ্টি করিয়াছেন; শ্রীচৈতন্যদেব সনাতনকে তত্ত্বোপদেশ দিবার সময় সেই শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন।

মুখবাহূরুপাদেভ্যঃ পুরুষস্যাশ্রমৈঃ সহ।
চত্বারো জজ্ঞিরে বর্ণা গুণৈর্বিপ্রাদয়ঃ পৃথক্॥"

(ভাঃ ১১।৫।২)

'শ্রীচৈতন্যদেব জাতিভেদ তুলিয়া দিয়াছিলেন বলিয়া ইংরাজী শিক্ষিত ব্যক্তিগণের মধ্যে যে ভুল ধারণা'র কথা বসন্তবাবু উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা একদিকে যেমন আংশিক সত্য, আর একদিকে কর্ম্মজড়স্মার্ত্তভাবাপন্ন আর এক শ্রেণীর ইংরাজী শিক্ষিত ব্যক্তিদের একটি ভুল ধারণা এই যে, শ্রীচৈতন্যদেব তাঁহার অনাবিল পারমার্থিক বিচারকে পার্থিব জাতিভেদের গণ্ডির মধ্যে প্রবেশ করাইয়াছিলেন। তাঁহারা শ্রীচৈতন্যদেবের অন্য কোন শিক্ষাই গ্রহণ করেন না; কিন্তু শ্রীচৈতন্যদেবের দ্বারা নিজেদের পার্থিব সুবিধাবাদের সমর্থন করাইয়া লইবার উদ্দেশ্যে 'শ্রীচৈতন্যভাগবত', 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে বর্ণভেদের প্রয়োজনমত একদেশিবাক্য সংগ্রহ করিয়া সার্ব্বদেশিক সিদ্ধান্তবাক্যসমূহকে আবৃত করেন। শ্রীচৈতন্যদেব কোন পার্থিব সমাজ-সংস্কারক ছিলেন না,

তিনি কর্ম্মবাদ বা জ্ঞানবাদেরও প্রচারক ছিলেন না; কাজেই পূর্ব্বকর্ম্মানুসারে যে ব্যক্তি যে ব্যবহারিক কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাহার সংরক্ষণ বা তদ্বিরুদ্ধে কোন অভিযান,—উভয়ই তাঁহার আলোচনার বিষয় ছিল না। শ্রীচৈতন্যদেব সনাতন-শিক্ষায় বলিয়াছেন,—

চারি বর্ণাশ্রমী যদি **কৃষ্ণ নাহি ভজে।**
স্বকর্ম্ম করিতে সে **রৌরবে** পড়ি মজে॥
(চৈঃ চঃ মঃ ২২।২৬)

পুণ্যকর্ম্মফলে কেহ চ্যুতগোত্রীয় ঋষিকুলের অন্তর্গত ব্রাহ্মণযোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, কেহ বা পুণ্যের ক্রমিক অল্পতানুযায়ী যথাক্রমে ক্ষত্রিয়-বৈশ্যাদিকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন; ইঁহারা যদি সেই সেই বর্ণের সমস্ত কার্য্য যথাযথ ভাবে প্রতিপালনও করেন, তথাপি একমাত্র কৃষ্ণভজন না করিলে তাঁহাদিগকে রৌরব-নরক-যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে। রৌরব-নরকের বর্ণনা শ্রীমদ্ভাগবত ৫।২৬।১০-১২ শ্লোকে দেখিতে পাওয়া যায়। যাহারা এই পৃথিবীতে দেহ ও অর্থাদিতে 'আমি ও আমার' বুদ্ধি করিয়া অপর প্রাণীর হিংসার দ্বারা নিজের ও আত্মীয়-স্বজনের ভরণপোষণ করে, তাহারা রৌরব-নরকে পতিত হয়। 'রুরু' নামক প্রাণী সর্প হইতেও অত্যন্ত ক্রূরস্বভাব-বিশিষ্ট প্রাণিবিশেষ। পূর্ব্বহিংসিত প্রাণিগণই পরলোকে 'রুরু' হইয়া দেহাভিমানী ব্যক্তিকে পীড়ন করিয়া থাকে।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বা শূদ্রাভিমান—সকলই কর্ম্মফল-জাত বদ্ধদেহের অভিমান। দেহাত্মবুদ্ধিই উচ্চ বা নীচ-জাতি-বুদ্ধির মূল। এইজন্য শ্রীচৈতন্যদেব লোকশিক্ষার্থ স্বমুখে বলিয়াছেন,—

"নাহং বিপ্রো ন চ নরপতির্নাপি বৈশ্যো ন শূদ্রো
নাহং বর্ণী ন চ গৃহপতির্নো বনস্থো যতির্বা।
কিন্তু প্রোদ্যন্নিখিল-পরমানন্দপূর্ণামৃতাব্ধে-
র্গোপীভর্ত্তুঃ পদকমলয়োর্দাসদাসানুদাসঃ॥"

(পদ্যাবলী ও চৈঃ চঃ ম ১৩।৮০)

আমি ব্রাহ্মণ নহি, ক্ষত্রিয়-রাজা নহি, বৈশ্য নহি, কিংবা শূদ্রও নহি; আমি ব্রহ্মচারী নহি, গৃহস্থ নহি, বানপ্রস্থ নহি, সন্ন্যাসীও নহি; কিন্তু নিত্য স্বতঃপ্রকাশমান নিখিল পরমানন্দপূর্ণ অমৃতসমুদ্ররূপ শ্রীকৃষ্ণের পদকমলের দাসগণের দাসানুদাস।

সনাতন-শিক্ষায় শ্রীচৈতন্যদেব,—"কৃষ্ণ-নিত্যদাস জীব তাহা ভুলি' গেল। এই দোষে মায়া তা'র গলায় বান্ধিল॥ চারি বর্ণাশ্রমী যদি কৃষ্ণ নাহি ভজে।"—প্রভৃতি প্রসঙ্গের অব্যবহিত পরেই "মুখবাহূরুপাদেভ্যঃ" (ভাঃ ১১।৫।২-৩) শ্লোকের অবতারণা করিয়াছেন; কিন্তু বসন্তবাবু 'ব্রাহ্মণাদি জাতি পরমেশ্বরের মুখ, বাহু, উরু ও পদ হইতেই যথাক্রমে জাত হইয়াছে' মাত্র এই কথাটি জানাইবার জন্য উক্ত শ্লোকের একাংশের সুযোগ গ্রহণ করিয়াছেন। পরের

অপরিহার্য্য প্রয়োজনীয় অংশ—যাহা শ্রীচৈতন্যদেব উদ্ধার করিয়াছেন, তাহা তিনি উদ্ধৃত করেন নাই। তাহা এই,—

"য এষাং পুরুষং সাক্ষাদাত্মপ্রভবমীশ্বরম্।
ন ভজন্ত্যবজানন্তি **স্থানাদ্‌ভ্রষ্টাঃ পতন্ত্যধঃ ॥"**
(ভাঃ ১১।৫।৩)

ইহারই পদ্যানুবাদ——"চারি বর্ণাশ্রমী যদি কৃষ্ণ নাহি ভজে।" ইত্যাদি।

পূর্ব্বকৃত কর্ম্মানুসারে অধিকারভেদের কথা বসন্তবাবু বিশ্বাস করেন বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন এবং তিনি শ্রীমদ্ভাগবত ও পুরাণাদিও বিশ্বাস করেন বলিয়া জানাইয়াছেন। কিন্তু 'আমি ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছি'—এই বদ্ধজীবোচিত দেহাভিমান লইয়া যদি আমি কেবল **স্বকর্ম্ম** করিয়া যাই, অথচ নিষ্কপটভাবে কৃষ্ণভজন না করি, বা কৃষ্ণভজনকে গৌণ কিংবা অন্য-উদ্দেশ্যসাধক করিয়া রাখি, তাহা হইলে আমাকে **স্বস্থান হইতে ভ্রষ্ট হইতে হইবে,**—ইহাই ভাগবতের সিদ্ধান্ত অর্থাৎ আমি ক্রমে ক্রমে অধঃপতিত হইতে হইতে শূদ্র, এমন কি, অন্ত্যজ হইয়া যাইতে পারি। শ্রীচৈতন্যদেবের যে সনাতনশিক্ষার কথা বসন্তবাবু উদ্ধার করিয়াছেন, তাহাতে হরিসেবাহীন স্বকর্ম্মসাধক চারি বর্ণাশ্রমীর ন্যায় নির্ব্ভেদজ্ঞানসাধক বর্ণাশ্রমীরও পাতিত্য

অবশ্যম্ভাবী,—ইহাই উক্ত হইয়াছে। কেননা, "য এষাং পুরুষং সাক্ষাৎ" শ্লোকের অব্যবহিত পূর্ব্বের ও পরের পদ্যানুবাদ "স্বকর্ম্ম করিতে সে রৌরবে পড়ি মজে" এবং "জ্ঞানী জীবন্মুক্ত দশা পাইনু করি' মানে" ও তৎসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবতের (১০।২।২৬) "পতন্ত্যধোহনাদৃত-যুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ" শ্লোক কর্ম্মী ও জ্ঞানী বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মযাজীর অধঃপতন প্রমাণিত করিয়াছে।

"মুখবাহূরুপাদেভ্যঃ" (ভাঃ ১১।৫।২) এই শ্লোকের মূল বেদের সুপ্রসিদ্ধ পুরুষসূক্ত। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন রায় এম্-এ, বি-এল বেদতীর্থ মহাশয় তাঁহার 'বৈদিকসন্দর্ভ' পুস্তকে "ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীৎ" ইত্যাদি পুরুষসূক্তের কথা উল্লেখ কবিয়া লিখিয়াছেন যে, "উক্ত মন্ত্রে 'ব্রাহ্মণ সেই পুরুষের মুখ'—এই কথা বলায় ব্রাহ্মণ জনসাধারণের উপদেষ্টা—এই অর্থ ই সূচিত হয়। তেমনি বাহুবলের আবাস-স্থল, বাহুস্থানীয় ক্ষত্রিয় অস্ত্র-শস্ত্রাদি-পরিচালনা-দ্বারা রাজ্যশাসন ও সংরক্ষণাদি করিবেন, আর বৈশ্যকে উরু করা হইয়াছে—ইহাদ্বারা দেহের নিম্নতর অংশবিশেষ যেরূপ ভক্ষ্যবস্তুর প্রধান আধারস্বরূপ, তেমনি সকলের জন্য খাদ্যসংগ্রহ বৈশ্যজাতিরই করণীয়—ইহাই সূচিত হয়। আর শূদ্র পাদ হইতে উৎপন্ন হওয়ার দ্বারা ইহাই বুঝিতে হইবে যে, পদ যেরূপ শরীরের অন্যান্য প্রত্যঙ্গকে স্থিরভাবে ধারণ করিয়া থাকে, তেমনি শূদ্রও

অন্যান্য শক্তিকে দৃঢ়ীভূত রাখার জন্য অন্যান্যের সেবা করিবেন।

মানুষের এই জাতিগত বিভাগ যে জন্মগত, এবিষয়ে বেদে অকাট্য নির্দ্দোষ প্রমাণ পরিস্ফুটরূপে উপলব্ধ হয় না। গীতোক্ত বর্ণ-বিভাগ জাতিগত বলিয়া মনে হয় না। উহা গুণ ও কর্ম্মানুসারে হইয়াছে, তাই শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন,—

চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ।

তবে উক্ত শ্লোকটিতেও প্রাচীনপন্থিগণ (?) 'সৃষ্ট'-শব্দটির উপর জোর দিয়া জন্মগত বিভাগরূপ স্বমতের প্রতিষ্ঠা করিতে কুণ্ঠিত হন নাই।

অত্রাবস্থায় সবিস্তারে বেদার্থ নির্ণয় করিতে হইলে ইতিহাস ও পুরাণের আশ্রয় গ্রহণ করার বিধি শাস্ত্রে রহিয়াছে। এই চাতুর্বর্ণ্য-বিভাগ যে গুণকর্ম্মগত, তাহা ভারতের প্রাচীন ইতিহাস মহাভারতে বেদব্যাস স্পষ্টভাবে উল্লেখ করিয়াছেন,—

ন বিশেষোহস্তি বর্ণানাং সর্ব্বং ব্রাহ্মমিদং স্মৃতম্।
ব্রহ্মণা পূর্ব্বসৃষ্টং হি কর্ম্মভির্বর্ণতাং গতম্॥

মহর্ষি আপস্তম্ব ধর্ম্মসূত্রে প্রদর্শন করিয়াছেন,—নিম্ন বর্ণের লোক ধর্ম্মাচরণের দ্বারা—পূর্ব্ব পূর্ব্ব বর্ণ প্রাপ্ত হইয়া থাকে, তখন তাহার জাতি-পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে। আর উচ্চবর্ণ অধর্ম্মাচরণ-দ্বারা জাতি-পরিবৃত্তি-বশতঃ নিম্নতর বর্ণ প্রাপ্ত হইয়া থাকে,—

ধর্ম্মচর্য্যয়া জঘন্যো বর্ণঃ পূর্ব্বং পূর্ব্বং
বর্ণমাপদ্যতে জাতিপরিবৃত্তৌ।
অধর্ম্মচর্য্যয়া পূর্ব্বো বর্ণো জঘন্যং
বর্ণমাপদ্যতে জাতি-পরিবৃত্তৌ॥

পরাশর বলিয়াছেন,—শূদ্রও সদাচার-সম্পন্ন ও গুণবান্ হইলে ব্রাহ্মণ হইয়া থাকে, আবার ব্রাহ্মণও যদি ব্রাহ্মণোচিত ক্রিয়া-বিবর্জ্জিত হয়, তবে শূদ্রাপেক্ষাও অধম হইয়া থাকে,—

শূদ্রোঽপি শীলসম্পন্নো গুণবান্ ব্রাহ্মণো ভবেৎ।
ব্রাহ্মণোঽপি ক্রিয়াহীনঃ শূদ্রাৎপ্রত্যবরো ভবেৎ॥

মনুও বলিয়াছেন,—ক্রিয়াদ্বারা শূদ্রও ব্রাহ্মণ হইয়া থাকে, আবার ব্রাহ্মণও শূদ্র হইয়া যায়,—

শূদ্রো ব্রাহ্মণতামেতি ব্রাহ্মণশ্চেতি শূদ্রতাম্।

সুতরাং পূর্ব্বোক্ত যুক্তিসমূহ-সাহায্যে বর্ণ-বিভাগ গুণ-কর্ম্ম-বিভাগানুসারেই সংগঠিত হইয়াছে,—ইহাই প্রতিপন্ন হয়।"—(বৈদিকসন্দর্ভ ২য় ভাগ ১৫২-১৫৫ পৃষ্ঠা)

শ্রীচৈতন্যদেবের জাতিভেদ-বিচার-সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্য-ভাগবত ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতোক্ত সিদ্ধান্ত আমরা পরে আলোচনা করিব, তৎপূর্ব্বে যে শ্রীচৈতন্যদেবের ধর্ম্ম শ্রীমদ্ভাগবতের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট এবং যে শ্রীমদ্-ভাগবতে 'জন্মগত জাতিভেদের কথা উক্ত হইয়াছে' বলিয়া বসন্তবাবু লিখিয়াছেন, সেই শ্রীমদ্ভাগবতের সিদ্ধান্ত

আলোচনা করা প্রয়োজন। শ্রীমদ্ভাগবতের ৭ম স্কন্ধে দেখিতে পাওয়া যায়,—

"যস্য যল্লক্ষণং প্রোক্তং পুংসো বর্ণাভিব্যঞ্জকম্।
যদন্যত্রাপি দৃশ্যেত তত্তেনৈব বিনির্দ্দিশেৎ॥"
(ভাঃ ৭।১১।৩৫)

মনুষ্যগণের বর্ণের প্রকাশক যে-সকল লক্ষণ কথিত হইল, সেই সেই লক্ষণ যদি জন্মগত বর্ণব্যতীত অন্যত্র লক্ষিত হয়, তাহা হইলে সেই লক্ষণের দ্বারাই বর্ণ নির্দ্দেশ করিতে হইবে অর্থাৎ কেবল জাতিনিমিত্তে বর্ণ নির্দ্দিষ্ট হইবে না।

শ্রীচৈতন্যদেব যাঁহার সিদ্ধান্ত অভ্রান্ত ও যাঁহাকে জগদ্গুরু বলিয়াছেন, সেই ব্রাহ্মণকুলশিরোমণি জগদ্গুরু শ্রীধরস্বামিপাদ * উক্ত শ্লোকের টীকায় বলিতেছেন,—

"শমাদিভিরেব ব্রাহ্মণাদি-ব্যবহারো মুখ্যঃ, ন জাতি-মাত্রাৎ। যদ্ যদি অন্যত্র বর্ণান্তরেঽপি দৃশ্যেত, তদ্বর্ণান্তরং তেনৈব লক্ষণনিমিত্তেনৈব বর্ণেন বিনির্দ্দিশেৎ, ন তু জাতিনিমিত্তেনেত্যর্থঃ।"—(ভাঃ ৭।১১।৩৫ ভাবার্থদীপিকা)

শমাদিগুণ-দর্শন-দ্বারা ব্রাহ্মণাদি বর্ণ স্থির করাই প্রধান ব্যবহার। সাধারণতঃ জাতি-দ্বারা যে ব্রাহ্মণত্ব নিরূপিত

---

* প্রভু হাসি' কহে,—স্বামী না মানে যেই জন।
বেশ্যার ভিতরে তারে করিয়ে গণন॥
(চৈঃ চঃ অঃ ৭।১১৫)

হয়, কেবল তাহাই নিয়ম নহে; ইহা প্রতিপাদন করিবার জন্যই "যস্য যল্লক্ষণং"—(ভাঃ ৭।১১।৩৫) শ্লোকের অবতারণা করিতেছেন। যদি সংস্কারযুক্ত ব্রাহ্মণ ব্যতীত অশৌক্র বা সংস্কারহীন ব্রাহ্মণে অর্থাৎ যাঁহার 'ব্রাহ্মণ'-সংজ্ঞা নাই—এরূপ ব্যক্তিতে শমাদিগুণ দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে তাঁহাকে শৌক্র জাতিনিমিত্তে বাধ্য না করিয়া লক্ষণ-দ্বারা তাঁহার বর্ণ নিরূপণ করিতে হইবে। অন্যথা প্রত্যবায়গ্রস্ত হইতে হইবে।

শ্রীমদ্ভাগবত জন্মগত বর্ণকে 'চ্যুতগোত্রীয়' এবং বৈষ্ণবকে 'অচ্যুতগোত্রীয়' বলিয়া জানাইয়াছেন (ভাঃ ৪।২১ ১২); কারণ, বৈষ্ণবতা জন্মগত কোন ব্যাপার নহে। জন্মব্যাপারটি চ্যুতি বা স্খলন হইতে উদিত। জন্মগত সর্ব্বোৎকৃষ্ট বর্ণ বর্ত্তমান জন্মের কর্ম্মফলানুযায়ী পরজন্মে যে-কোন নীচযোনি, এমন কি, পশু-পক্ষী-কীট-পতঙ্গও হইতে পারেন; এজন্মেও নানাভাবে তাঁহার চ্যুতি ঘটিতে পারে। কিন্তু বৈষ্ণবতা অচ্যুত ও নিত্য, তাহা আত্মা ও চেতনের বৃত্তি, তাহাতে জড়ের কোন স্পর্শ নাই।

ইহা প্রত্যক্ষ সত্য যে, যাহা জন্মগত, তাহাই নশ্বর ও পরিণামশীল, তাহাতেই নানাপ্রকার হেয়তা ও অনুপাদেয়তা আছে,—

জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুর্ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ।—(গীঃ ২।২৭)

শ্রীমদ্ভাগবত এই কর্ম্মসৃষ্ট ব্যাপারকে চিরদিনই গর্হণ করিয়াছেন,—

কর্ম্মণাং পরিণামিত্বাদাবিরিঞ্চ্যাদমঙ্গলম্।
বিপশ্চিন্নশ্বরং পশ্যেদদৃষ্টমপি দৃষ্টবৎ॥

(ভাঃ ১১।১৯।১৮)

পণ্ডিত ব্যক্তি ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত যাবতীয় অদৃষ্ট পুণ্যকেও কর্ম্মজনিত জানিয়া অমঙ্গল-স্বরূপ ও ক্ষণস্থায়ী বলিয়া বিচার করিবেন।

শ্রীমদ্ভাগবতের ৫।৪।১২, ৯।১৭।৩, ৯।২০।১ শ্লোক এবং আরও বহু বহু প্রমাণ আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, ভাগবতে জন্মগত বর্ণ-বিধান অপেক্ষা বৃত্তগত বর্ণ-বিধানেরই অধিকতর প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ক্ষত্রিয় ঋষভদেব দেবদত্তা জয়ন্তী ভার্য্যার গর্ভে যে একশত সন্তান উৎপাদন করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে ভরত ভারতবর্ষের এবং তাঁহার অনুজ নয়জন নয়টি বর্ষের রাজা হইয়াছিলেন; কবি, হবি প্রভৃতি নয়টি পুত্র 'নবযোগেন্দ্র'-নামে খ্যাত হইয়া মহাভাগবত বৈষ্ণব হন এবং অবশিষ্ট একাশীতিটি সন্তান ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন।

পুরুবংশে অনেক ব্রহ্মর্ষি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। চন্দ্রবংশীয় আয়ুরাজের পুত্র ক্ষত্রবৃদ্ধ; সেই বংশে শৌনক ব্রাহ্মণতা লাভ করিয়া মুনি হইয়াছিলেন। এইরূপ শত শত প্রমাণ শ্রীমদ্ভাগবতে পাওয়া যায়।

শ্রীমদ্ভাগবত আলোচনা করিলে জানা যায় যে, সত্যযুগে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বা শূদ্র—এরূপ বর্ণ-বিভাগ

ছিল না ; ত্রেতাযুগের আরম্ভ হইতেই গুণকর্ম্মের বিভাগ-দ্বারা চারিটি বর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে। 'গুণকর্ম্ম'—এই কথাটি বর্ণ-নির্ণয়ের মূল কথা ; ইহাকে ছাড়িয়া দিলে বর্ণ-শব্দের কোনপ্রকার মর্য্যাদাই থাকে না। গুণের দ্বারাই ইহলোকে ও পরলোকে সকলে চিহ্নিত ও পূজিত হন।

"আদৌ **কৃতযুগে** বর্ণো নৃণাং **হংস** ইতি স্মৃতঃ।"

"ত্রেতামুখে মহাভাগ প্রাণান্মে হৃদয়াৎ ত্রয়ী।
বিদ্যা প্রাদুরভূৎ তস্যা অহমাসং ত্রিবৃন্মখঃ॥
বিপ্র-ক্ষত্রিয়-বিট্-শূদ্রা মুখবাহূরুপাদজাঃ।
বৈরাজাৎ পুরুষাজ্জাতা য **আত্মাচারলক্ষণাঃ॥"**

(ভাঃ ১১।১৭।১০,১২-১৩)

বসন্তবাবু পুরাণের মধ্যে জন্মগত জাতিভেদের যথেষ্ট প্রমাণের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। সেই পুরাণ এবং হিন্দুগণের সর্ব্বমান্য পুরাণ মহাভারতে গুণগত বর্ণ-বিধানের উপদেশ ও সহস্র সহস্র নজির রহিয়াছে।

ন যোনির্নাপি সংস্কারো ন শ্রুতং ন চ সন্ততিঃ।
কারণানি দ্বিজত্বস্য বৃত্তমেব তু কারণম্॥
সর্ব্বোঽয়ং ব্রাহ্মণো লোকে **বৃত্তেন** তু বিধীয়তে।
বৃত্তে স্থিতস্তু শূদ্রোঽপি ব্রাহ্মণত্বং নিযচ্ছতি॥

(মঃ ভাঃ অনুঃ শাঃ পঃ ১৪৩।৫০,৫১)

জন্ম, সংস্কার, বেদাধ্যয়ন বা সন্ততি—কোনওটিই দ্বিজত্বের কারণ নহে, বৃত্তই একমাত্র কারণ। বৃত্তে অর্থাৎ

বর্ণাভিব্যঞ্জক স্বভাবে প্রতিষ্ঠিত হইলে শূদ্রও ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হয়।

জন্মগত বর্ণ-বিধান কেন দূষিত ও সংশয়াপন্ন হইতে পারে, তদ্বিষয়ে মহাভারতে পরম সত্যবাদী ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির নহুষকে বলিতেছেন,—

জাতিরত্র মহাসর্প মনুষ্যত্বে মহামতে।
সঙ্করাৎ সর্ব্ববর্ণানাং দুষ্পরীক্ষ্যেতি মে মতিঃ॥
সর্ব্বে সর্ব্বাস্বপত্যানি জনয়ন্তি সদা নরাঃ।
বাঙ্মৈথুনমথো জন্ম মরণঞ্চ সমং নৃণাম্॥

(মঃ ভাঃ বঃ পঃ ১৮০।৩১-৩২)

হে মহামতে মহাসর্প, মনুষ্যত্বে সকল বর্ণের মধ্যে সাঙ্কর্য্যবশতঃ ব্যক্তিবিশেষের জাতিনিরূপণকার্য্য—দুষ্পরীক্ষ্য, ইহাই আমার বিশ্বাস ; যেহেতু সকল বর্ণের মানবগণ সকল বর্ণের স্ত্রীতেই সন্তান উৎপন্ন করিতে সমর্থ। মানবগণের বাক্য, মৈথুন, জন্ম ও মরণ—সকলবর্ণেরই একই প্রকার।

প্রবন্ধ-বিস্তার-ভয়ে আরও অন্যান্য পুরাণের বহু প্রমাণ এখানে উদ্ধৃত হইতে পারিল না।

সামবেদীয় ছান্দোগ্যোপনিষদের চতুর্থ প্রপাঠকের চতুর্থ খণ্ডে জবালা-তনয় সত্যকাম ও গৌতমের প্রসঙ্গ হইতে জানা যায় যে, গৌতম গুণবিচারদ্বারাই সত্যকাম-জাবালের বর্ণ নির্ণয় করিয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গের যথার্থ তাৎপর্য্য আবরণ করিয়া কেহ কেহ বিকৃত অর্থ করিয়া থাকেন

বটে ; কিন্তু শ্রুতির তাৎপর্য্য বুঝিতে সংশয় বা মতভেদ উপস্থিত হইলে পুরাণের সিদ্ধান্তের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। ছান্দোগ্যোপনিষদের মাধ্বভাষ্যধৃত সামসংহিতার বাক্যের সহিত মিলাইয়া ছান্দোগ্যশ্রুত্যুক্ত সিদ্ধান্ত নির্ণয় করা যায়।

আর্জ্জবং ব্রাহ্মণে সাক্ষাৎ শূদ্রোঽনার্জ্জবলক্ষণঃ।

গৌতমস্ত্বিতি বিজ্ঞায় সত্যকামমুপানয়ৎ॥

(ছান্দোগ্যে মাধ্বভাষ্যধৃত সামসংহিতা-বাক্য)

ব্রাহ্মণে সাক্ষাৎ সরলতা এবং শূদ্রে কুটিলতা বর্ত্তমান। হারিদ্রুমত গৌতম এইরূপ গুণ বিচার করিয়াই সত্যকামকে উপনয়ন বা সাবিত্র্য-সংস্কার প্রদান করিয়াছিলেন।

"গৌতম সত্যকামের সরলতা দেখিয়া তাঁহাকে সংস্কার-লব্ধ ব্রাহ্মণের ঔরসজাত-সন্তান বলিয়া বিবেচনা করিয়াছিলেন"—এইরূপ সিদ্ধান্ত করিলে শ্রুতির মন্ত্রের সহিত সঙ্গতি হয় না। কেননা, যৌবনে বহু লোকের পরিচর্য্যা-কারিণী জবালার নিজ পতির গোত্র না জানা কোনপ্রকার যুক্তি-দ্বারাই প্রকৃতপ্রস্তাবে সমর্থিত হইতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ, আচার্য্য শঙ্করের ভাষ্যোপেত বজ্রসূচিকোপ-নিষদের মন্ত্রের সহিতও এইরূপ বিকৃত অর্থের সঙ্গতি হয় না,—

"তর্হি জাতির্ব্রাহ্মণ ইতি চেত্তন্ন। তত্র জাত্যন্তর-জন্তুষু অনেকজাতিসংভবা মহর্ষয়ো বহবঃ সন্তি। ঋষ্যশৃঙ্গো মৃগ্যাঃ।

কৌশিকঃ কুশাৎ। জাম্বুকো জম্বুকাৎ। বাল্মীকো বল্মীকাৎ। ব্যাসঃ কৈবর্ত্তকন্যায়াম্। শশপৃষ্ঠাৎ গৌতমঃ। বশিষ্ঠঃ উর্ব্বশ্যাম্। অগস্ত্যঃ কলসে জাত ইতি শ্রুতত্বাৎ। এতেষাং জাত্যা বিনাপ্যগ্রে জ্ঞানপ্রতিপাদিতা ঋষয়ো বহবঃ সন্তি। **তস্মান্ন জাতিঃ ব্রাহ্মণঃ।"**

তাৎপর্য্য—তাহা হইলে কি 'জাতিই ব্রাহ্মণ'?—তাহা নহে। অন্যজাতীয় প্রাণিমধ্যে অনেক জাত্যুদ্ভূত মহর্ষি-গণও উৎপন্ন। মৃগী হইতে ঋষ্যশৃঙ্গ, কুশ হইতে কৌশিক, জাম্বুক হইতে জম্বুকঋষি, বল্মীক হইতে বাল্মীকি, কৈবর্ত্ত-কন্যা হইতে ব্যাস, শশপৃষ্ঠ হইতে গৌতম, উর্ব্বশী হইতে বশিষ্ঠ এবং কলস হইতে অগস্ত্য উৎপন্ন হইয়াছেন শুনা যায়। এতদ্ভিন্ন ভিন্নজাত্যুৎপন্ন বহুঋষি আছেন, তজ্জন্য 'জাতি' 'ব্রাহ্মণ' নহে।

"যঃ কশ্চিদাত্মানং অদ্বিতীয়ং * * * অশেষভূতান্তর্যামি-ত্বেন বর্ত্তমানং অন্তর্ব্বহিশ্চাকাশবদনুস্যূতমখণ্ডানন্দস্বভাবং অপ্রমেয়ং অনুভবৈকবেদ্যং অপরোক্ষতয়া ভাসমানং করতলা-মলকবৎ সাক্ষাদপরোক্ষীকৃত্য কৃতার্থতয়া কামরাগাদি-দোষ-রহিতঃ শম-দমাদিসম্পন্নো ভাবমাৎসর্য্যতৃষ্ণাশামোহাদি-রহিতো দম্ভাহঙ্কারাদিভিরসংস্পৃষ্টচেতা বর্ত্ততে। এবমুক্ত-লক্ষণো যঃ স এব ব্রাহ্মণ ইতি **শ্রুতিস্মৃতি-পুরাণেতিহাসানামভিপ্রায়ঃ। অন্যথা হি ব্রাহ্মণত্বসিদ্ধির্নাস্ত্যেব।"**—(বজ্রসূচিকোপনিষৎ)

তাৎপর্য্য—যে কেহ আত্মাকে অদ্বিতীয়, অশেষ প্রাণীর অন্তর্যামিরূপে বর্ত্তমান, আকাশের ন্যায় অন্তর্বাহ্যে অনুস্যূত, অখণ্ড আনন্দ-স্বভাব-সম্পন্ন, অপ্রমেয়, অনুভবৈকবেদ্য এবং অপরোক্ষ প্রকাশময় জানিয়া করতলস্থিত আমলক ফলের ন্যায় সাক্ষাৎ অপরোক্ষীকরণ-পূর্ব্বক কৃতার্থ হইয়া কাম-রাগাদি-দোষশূন্য, শম-দমাদি-বিশিষ্ট, ভাব, মাৎসর্য্য, তৃষ্ণাশা, মোহাদি রহিত এবং দম্ভ, অহঙ্কারাদি দ্বারা অসংস্পৃষ্ট-চিত্ত হইয়া বাস করেন, এই প্রকার কথিত লক্ষণ-বিশিষ্ট যিনি, তিনিই 'ব্রাহ্মণ'—ইহাই শ্রুতি, স্মৃতি, ইতিহাস, পুরাণাদির অভিপ্রায়। অন্যথা ব্রাহ্মণত্ব সিদ্ধ হয় না।

বেদান্ত-সূত্রের ১।৩।৩৪ ও ৩৫ সূত্র এবং পদ্মপুরাণ ও ব্রহ্মপুরাণ-বাক্য—যাহা শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য তাঁহার ভাষ্যে উদ্ধার করিয়াছেন, তাহা হইতেও জানা যায় যে, লক্ষণের দ্বারা বর্ণ নিরূপিত হয়। শোক-দ্বারা যিনি দ্রবীভূত হন, তিনিই শূদ্র। রাজা পৌত্রায়ণ ক্ষত্রিয় হইলেও শোকের বশবর্ত্তী হওয়ায় রৈক্বমুনি-দ্বারা 'শূদ্র' বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন। শ্রীমন্মধ্ব-সম্প্রদায়ের প্রসিদ্ধ বেদান্তাচার্য্য জয়-তীর্থ তাঁহার শ্রুত-প্রকাশিকা টীকায় 'বৃশ্চিকতাণ্ডুলীয়ক' ন্যায়ের অবতারণা করিয়াছেন,—

"ব্রাহ্মণাদেব ব্রাহ্মণ ইতি নিয়মস্য ক্বচিদন্যথাত্বোপপত্তে-র্বৃশ্চিকতাণ্ডুলীয়কাদিবদিতি।"

বৃশ্চিকের ঔরসে বৃশ্চিকীর গর্ভে বৃশ্চিক উৎপন্ন হয়। আবার কোন কোন সময় তণ্ডুল হইতেও বৃশ্চিকাদি কীটের উৎপত্তি দেখা যায়। বশিষ্ঠ, অগস্ত্য, ঋষ্যশৃঙ্গ, ব্যাসদেব প্রভৃতি ঋষিগণ পূর্ব্বোক্ত সাধারণ বীর্য্য-প্রবাহান্তর্গত ব্রাহ্মণ নহেন। অতএব জন্ম এবং বৃত্ত (বৃত্তি বা গুণানুসারে) উভয়ভাবেই বর্ণনিরূপণ শাস্ত্রবিধি। শ্রীমদ্ভাগবতের "যস্য যল্লক্ষণং প্রোক্তং" শ্লোকও তাহাই বলিয়াছেন।

আমরা বেদ, উপনিষদ্, ব্রহ্মসূত্র, শ্রীমদ্ভাগবত, মহাভারত ও পুরাণাদির সিদ্ধান্ত আলোচনা করিলাম। এখন দেখা যাউক, শ্রীচৈতন্যদেব কিরূপ বর্ণবিচার করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যভাগবতকার শ্রীমন্মহাপ্রভুর যে বিপ্রপাদোদক-পান-লীলার কথা বলিয়াছেন, বা শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন-বেদব্যাস যে শ্রীকৃষ্ণের ভৃগুপদচিহ্ন ধারণের কথা লিখিয়াছেন, তদুভয়েরই উদ্দেশ্য—ভগবদ্ভক্তের মহিমা-প্রকাশ। শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে মহাপ্রভুর বিপ্রপাদোদক-পানের তাৎপর্য্য এইরূপ লিখিত হইয়াছে, যথা—

যে তাহান দাস্যপদ ভাবে নিরন্তর।
তাহান অবশ্য-দাস্য করেন ঈশ্বর॥
অতএব নাম তা'ন সেবক-বৎসল।
আপনে হারিয়া বাড়ায়েন ভৃত্যবল॥

(চৈঃ ভাঃ আঃ ১৭।২৫-২৬)

ভৃগুর প্রসঙ্গেও শ্রীচৈতন্যভাগবতে লিখিত আছে,—

মূলে কৃষ্ণ প্রবেশিয়া ভৃগুর দেহেতে।
করাইলা ভক্তির মহিমা প্রকাশিতে॥
জ্ঞানপূর্ব্বক ভৃগুর এই কর্ম্ম কভু নয়।
কৃষ্ণ বাড়ায়েন অধিকারী ভক্ত-জয়॥
(চৈঃ ভাঃ অঃ ৯।৩৮৩-৩৮৪)

ভক্তকে ভগবান্ মস্তকে রাখেন, স্কন্ধে স্থাপন করেন, এমন কি, রাগমার্গীয় ভক্তের পদসেবা পর্য্যন্ত করেন। তদ্দ্বারা 'প্রত্যেক মনুষ্যকেই ভগবান্ তাঁহার মস্তকে চড়িবার বা প্রত্যেক বিপ্রনামধারী ব্যক্তিকেই ভগবান্ তাঁহার বক্ষে পদাঘাত বা তাঁহাকে পদধৌত জল পান করাইবার অধিকার প্রদান করিয়াছেন',—এরূপ প্রমাণিত হয় না। ভগবান্ শূকরকুলে আবির্ভূত হইয়াছিলেন বলিয়া প্রত্যেক বিষ্ঠাভোজী শূকরকেই 'ভগবান্' বলিয়া পূজা করা যায় না। শ্রীচৈতন্যদেব অত্যন্ত পাপী ব্যক্তিগণের মঙ্গলের জন্য পুণ্যাত্মা ব্রাহ্মণ সজ্জনের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের আদর্শ প্রকাশ করিয়াছিলেন বলিয়া তাহাই তাঁহার প্রচারের শেষ কথা নহে। পাপ হইতে পুণ্য ভাল; কিন্তু পুণ্য হইতে অনন্তগুণে শ্রেষ্ঠ—বৈষ্ণবতা। শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষায়ই জানা যায় যে, তিনি বৈষ্ণব-পাদোদক-পানের ফলকে বিপ্র-পাদোদক-পানের ফলের মত অতি সামান্য পার্থিব বা দৈহিক প্রয়োজন-সিদ্ধিতে পর্য্যবসিত করিবার আদর্শ

প্রদর্শন করেন নাই। শ্রীচৈতন্যদেব তাঁহার আচার ও প্রচারের দ্বারা জানাইয়াছেন যে, বৈষ্ণব-পাদোদকপানে ব্রহ্মানন্দধিক্কারী কৃষ্ণপ্রেম লাভ হয়, আর বিপ্রপাদোদক-পানে সামান্য ক্ষণভঙ্গুর জড়দেহের রোগমাত্র বিনষ্ট হয়। ভবরোগ-মুক্তির পর প্রেমফল-লাভ। দৈহিক রোগমুক্তি হইতে প্রেমফল-লাভ কত অধিক শ্রেষ্ঠ, তাহা সুবুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণই বিচার করিতে পারিবেন। বৈষ্ণব-পাদোদক-পানের মহিমা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত অন্ত্য ১৬।৫৯—৬১ সংখ্যায় দ্রষ্টব্য।

যে হরিদাস ঠাকুরকে তাঁহার নির্য্যাণের পর শ্রীচৈতন্যদেব কোলে করিয়া নাচিয়াছিলেন, বিমানে আরোহণ করাইয়া লইয়া গিয়াছিলেন, যাঁহার স্নান-জলে সমুদ্র **'মহাতীর্থ'** হইয়াছিল, সমস্ত ভক্ত যাঁহার পাদোদক পান করিয়াছিলেন (চৈঃ চঃ অঃ ১১।৬৪) ও যাঁহাকে স্বহস্তে সমাধি দান করিয়াছিলেন, যাঁহার সম্বন্ধে মহাপ্রভু বলিয়াছিলেন,—"তোমা স্পর্শি পবিত্র হৈতে। * * * ক্ষণে ক্ষণে কর তুমি সর্ব্বতীর্থে স্নান। ক্ষণে ক্ষণে কর তুমি যজ্ঞ-তপোদান॥ নিরন্তর কর তুমি বেদ-অধ্যয়ন। **দ্বিজ-ন্যাসী হৈতে তুমি পরম পাবন॥**"—(চৈঃ চঃ মঃ ১১।১৮৯-১৯১), যে হরিদাস ঠাকুরকে শ্রীঅদ্বৈত-প্রভু পিতৃপুরুষের শ্রাদ্ধপাত্র ভোজন করাইয়া বলিয়া-ছিলেন,—'তুমি খাইলে হয় কোটি-ব্রাহ্মণ-ভোজন'—

(চৈঃ চঃ অ ৩।১২০), যে হরিদাস ঠাকুরের ভুবনপাবনত্ব শ্রীচৈতন্যভাগবত সহস্রমুখে কীর্ত্তন করিয়া বলিয়াছেন,—"হরিদাস-স্পর্শবাঞ্ছা করে দেবগণ। **গঙ্গাও বাঞ্ছেন হরিদাসের মজ্জন ॥**"—(চৈঃ চঃ আ ১৬।১৪২), যে হরিদাসকে লইয়া অদ্বৈতাচার্য্য প্রভু তাঁহার নিজ-শান্তিপুরস্থ গৃহের অভ্যন্তরে মহাপ্রভুর আদেশে এক পংক্তিতে 'যথেচ্ছ' ভোজন করিয়াছিলেন এবং স্বয়ং মহাপ্রভু হরিদাসকে তাঁহার সহিত এক পংক্তিতে ভোজন করিবার জন্য আহ্বান করিয়াছিলেন (কপটতা করিয়া আহ্বান করেন নাই)—[চৈঃ চঃ ম ৩।১০৬-১০৭], যে ঠাকুর হরিদাস ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ শ্রীবলরাম আচার্য্যের আরাধ্য গুরুদেব ছিলেন—(চৈঃ চঃ অ ৩।১৬৬), যে হরিদাসের চরণে ব্রাহ্মণকুলে অবতীর্ণ স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য ও কাশীবাসী ব্রাহ্মণ সন্ন্যাসীর বেদান্তাধ্যাপক শ্রীসার্ব্বভৌম পুনঃ পুনঃ সাষ্টাঙ্গে প্রণত হইয়া হরিদাসের কৃপা ভিক্ষা করিয়াছেন (চৈঃ চঃ মহাকাব্য ১৪শ সর্গ ৪৭, ৪৮); সেই ব্রহ্মজ্ঞ-কুল-শিরোমণিগণের গুরুপাদপদ্ম ঠাকুর হরিদাসকে শ্রীচৈতন্যদেব অস্পৃশ্য-জ্ঞানে (!) মন্দিরের চক্র দেখিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, মন্দিরে প্রবেশাধিকার দেন নাই,—এই বিচার দেখাইয়া বসন্তবাবু যে তামসিক আগম-শাস্ত্রের বাক্য উদ্ধার করিয়াছেন, তাহাতে 'তথান্যানাং' শব্দের দ্বারা যাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়াছেন, অনুবাদে তাহা আবৃত হইয়াছে।

সাত্বত-বৈষ্ণব-শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত কর্ম্মজড়-চিত্তবৃত্তিতে উপলব্ধির বিষয় হয় না। তথাপি যাঁহারা সত্যানুসন্ধিৎসু, তাঁহাদিগের অবগতির জন্য শ্রীমন্দিরের চক্র-দর্শনের নিগূঢ় রহস্য লিখিত হইতেছে। শ্রীমন্মহাপ্রভু ঠাকুর হরিদাসের দ্বারা একমাত্র ঐকান্তিক শ্রীনামভজনেরই আচার ও প্রচারের আদর্শ প্রকাশ করিয়াছেন। হরিদাসের দ্বারা মহাপ্রভু পাঞ্চরাত্রিক অর্চ্চনমার্গের কোন আদর্শ প্রকাশ করিবার প্রয়োজন মনে করেন নাই। যে মহাভাগবতের শ্রীমন্দিরের চূড়া দর্শনেই কৃষ্ণপ্রেমের উদ্দীপনা হয়, একান্ত নামভজননিষ্ঠ সেই মহাভাগবতের মন্দিরে প্রবেশ বা শ্রীবিগ্রহাদিদর্শনের আদর্শ-প্রকাশ বাধ্যতামূলক নহে; তাহা সেই সকল ভাগবতমার্গীয় ভজনবিজ্ঞগণেরই স্বতন্ত্র স্বেচ্ছাধীন। মহাপ্রভু যখন সন্ন্যাস-গ্রহণ-লীলা প্রকাশ করিয়া গৌড়দেশ হইতে নীলাচলের দিকে অভিসার করিতেছিলেন, তখন দূর হইতে মন্দিরের চূড়া দেখিয়া তাঁহার কৃষ্ণপ্রেমের প্রবল উদ্দীপনা হইয়াছিল। ইহার সাক্ষ্য আমরা শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে (অন্ত্য ২য় অধ্যায় ৪০৫-৪১৪) পাই। * মহাপ্রভু যেরূপ কনিষ্ঠাধিকারিগণকে বঞ্চনা করিয়া বিরহ-বিধুরা শ্রীরাধার ন্যায় শ্রীজগন্নাথের অর্চ্চামূর্ত্তিতে শ্যামসুন্দর মুরলীবদন দেখিয়াছেন, তেমনি তিনি কর্ম্মজড়গণকে

---

* প্রাসাদাগ্রে নিবসতি পুরঃ স্মেরবক্ত্রারবিন্দঃ। (চৈঃ ভাঃ অ-২।৪০৭)

বঞ্চনা করিয়া ঠাকুর হরিদাস ও সনাতনকে শ্রীমন্দিরের সুদর্শনচক্র-দর্শনের উপদেশের দ্বারা তাঁহাদের মহাভাগবতোচিত অধিকারের কথাই তত্ত্ববিৎ ভক্তগণের নিকট প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামী, শ্রীল রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী, শ্রীল লোকনাথ গোস্বামী প্রভৃতি ভূসুরকুলে আবির্ভূত আচার্য্য গোস্বামিগণের সহিত বেল্লনাটি আন্ধ্র-ব্রাহ্মণকুলে জাত সোমযাজী বল্লভাচার্য্যের পুত্র বিঠ্ঠলের দেবমন্দিরে প্রবেশ পূর্ব্বক শ্রীরূপ বা শ্রীল জীবগোস্বামী ক্রমাগত একমাসকাল শ্রীগোপাল দর্শন করিয়াছিলেন—(চৈঃ চঃ মঃ ১৮শ পঃ দ্রষ্টব্য)। শ্রীসনাতন ও শ্রীরূপ শ্রীবৃন্দাবনের অধিদেব শ্রীমদনমোহন ও শ্রীগোবিন্দ-অর্চ্চা-মূর্ত্তির সেবা প্রকাশ করিয়াছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীসনাতন ও শ্রীরূপকে শ্রীবিগ্রহসেবা-প্রকাশ, ভক্তিস্মৃতিশাস্ত্র-রচনা, লুপ্ততীর্থ উদ্ধার ও ভক্তিশাস্ত্রের প্রচার করিবার আদেশ দিয়াছিলেন,—

> "তুমিহ করিহ ভক্তিশাস্ত্রের প্রচার।
> মথুরায় লুপ্ততীর্থের করিহ উদ্ধার॥
> বৃন্দাবনে কৃষ্ণসেবা, বৈষ্ণব-আচার
> ভক্তিস্মৃতিশাস্ত্র করি' করহ প্রচার॥"
>
> (চৈঃ চঃ মঃ ২৩।৯৭-৯৮)

ভক্তিস্মৃতিশাস্ত্র রচনা, শ্রীবিগ্রহ-প্রকাশ, বৈষ্ণব-সদাচার-প্রবর্ত্তন ও ভক্তিশাস্ত্র-প্রচারের আচার্য্যের কার্য্য করিবার জন্য আদেশ কি মন্দিরে প্রবেশাধিকার হইতে অধিকতর শ্রেষ্ঠ

অধিকার-প্রদান নহে ? কোন 'অস্পৃশ্য' বা 'পতিত' ব্যক্তিকে কি মহাপ্রভু শ্রীবিগ্রহসেবা-প্রকাশ, ভক্তিশাস্ত্ররচনা প্রভৃতি আচার্য্য ও জগদ্‌গুরুর কার্য্য করিবার ভার দিতে পারেন ?

ঠাকুর হরিদাসকেও মহাপ্রভু শ্রীনামাচার্য্য জগদ্‌গুরু বলিয়া জানাইয়াছিলেন,—

"হরিদাস-দ্বারা নাম-মাহাত্ম্য-প্রকাশ।
সনাতন-দ্বারা ভক্তিসিদ্ধান্ত-বিলাস ॥
শ্রীরূপ-দ্বারা ব্রজের রসপ্রেমলীলা।
কে কহিতে পারে গম্ভীর চৈতন্যের খেলা ॥"

(চৈঃ চঃ অঃ ৫।৮৬-৮৭)

শ্রীসনাতনের বাক্য,—

'আচার' 'প্রচার',—নামের করহ দুই কার্য্য।
তুমি—**সর্ব্বগুরু,** তুমি **জগতের আর্য্য ॥**

(চৈঃ চঃ অঃ ৪।১০৩)

ঠাকুর হরিদাসকে শ্রীমন্মহাপ্রভু কখনও জাতিসামান্যে দেখিবার আদর্শ প্রকাশ করেন নাই ; কারণ, বসন্তবাবুর দ্বারা বহুমানিত (?) শ্রীচৈতন্যভাগবতে 'বৈষ্ণবে জাতি-বুদ্ধির ন্যায় আর দ্বিতীয় গুরুতর অপরাধ নাই'—ইহা পুনঃ পুনঃ উক্ত হইয়াছে,—

"যে পাপিষ্ঠ বৈষ্ণবের জাতিবুদ্ধি করে।
জন্ম জন্ম অধমযোনিতে ডুবি' মরে ॥"

(চৈঃ ভাঃ মঃ ১০।১০২)

তবে যাহাতে ঠাকুর হরিদাস বা ঝড়ু ঠাকুর প্রভৃতি ভাগবতোত্তমগণের নজির দেখাইয়া পরবর্ত্তিকালের অভক্ত-সম্প্রদায় বহির্ম্মুখ সামাজিক বা রাজনৈতিক স্থবিধাবাদ-মুলক উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিবার চেষ্টা না করিতে পারে এবং তদ্দ্বারা ভগবদ্ভক্ত ও ভগবানের চরণে অপরাধ না করে, তজ্জন্যই নামাচার্য্য ঠাকুর হরিদাস বা সম্বন্ধজ্ঞান ও অভিধেয়ের আচার্য্য শ্রীসনাতন ও শ্রীরূপ দৈন্য-লীলা প্রদর্শন করিয়াছেন। একান্ত পারমার্থিক বৈষ্ণব বর্ণাশ্রম-বহির্ভূত ম্লেচ্ছকুলেই আবির্ভূত হউন, অথবা বর্ণাশ্রমগত সর্ব্বনিম্ন শূদ্রবর্ণেই আবির্ভূত হউন, কিংবা সর্ব্বোচ্চ ব্রাহ্মণকুলেই আবির্ভূত হউন, তাঁহাকে ম্লেচ্ছ, শূদ্র বা কর্ম্মমার্গীয় ব্রাহ্মণ বলিলে অপরাধ অর্থাৎ ভগবদ্ভক্তি-লাভের পথে চিরকণ্টক আরোপিত হয়। শ্রীরূপসনাতনকে 'পতিত' বলা যেরূপ ভীষণাদপিভীষণ অপরাধ ও শাস্ত্র-বিরুদ্ধ কার্য্য, **শ্রীসনাতন ও শ্রীরূপকে কর্ম্মমার্গীয় ব্রাহ্মণমাত্র বলাও তদ্রূপই অপরাধ ও শাস্ত্রাদেশ-লঙ্ঘন।** শ্রীসনাতন ও শ্রীরূপের ভ্রাতুষ্পুত্র আচার্য্যবর্য্য শ্রীল জীবগোস্বামী প্রভু এইজন্য ভক্তিসন্দর্ভে শাস্ত্রীয় বাক্য উদ্ধার করিয়া জানাইয়াছেন,—

ব্রাহ্মণানাং সহস্রেভ্যঃ সত্রযাজী বিশিষ্যতে।
সত্রযাজিসহস্রেভ্যঃ সর্ব্ববেদান্তপারগঃ॥

সর্ব্ববেদান্তবিৎকোট্যা বিষ্ণুভক্তো বিশিষ্যতে।
বৈষ্ণবানাং সহস্রেভ্য একান্ত্যেকো বিশিষ্যতে॥

—(ভক্তিসন্দর্ভ ১৭৭ সংখ্যাধৃত গারুড়-বাক্য)

সহস্র ব্রাহ্মণ অপেক্ষা একজন যাজ্ঞিক শ্রেষ্ঠ, যাজ্ঞিক সহস্রের অপেক্ষা একজন সর্ব্ববেদান্ত-শাস্ত্রজ্ঞ শ্রেষ্ঠ, সর্ব্ব-বেদান্তশাস্ত্রজ্ঞ কোটি ব্যক্তি অপেক্ষা একজন বিষ্ণুভক্ত শ্রেষ্ঠ এবং সহস্র বৈষ্ণব অপেক্ষা একজন একান্তী ভক্ত শ্রেষ্ঠ।

বসন্ত বাবু বলেন যে, ভগবদ্ভক্ত বলিবেন,—"আমি অস্পৃশ্য, দেবালয়ে যাইবার আমার অধিকার নাই।" তিনি আরও বলেন,—"শ্রীচৈতন্যদেবের মতে ভক্ত এবং অভক্ত সকল অস্পৃশ্যই দেবালয়ে প্রবেশ করিবে না, উচ্চবর্ণের ব্যক্তিকে স্পর্শ করিবে না।" এই কথায় কতটা সমীচীনতা বা অর্ব্বাচীনতা আছে, তাহা পরে আলোচিত হইবে। এই কথায় যে একদেশীয় বিপ্রলিপ্সা-যুক্ত বিচারের আবাহন হইয়াছে, তাহা সর্ব্বাগ্রে অনাবৃত-ভাবে প্রকাশিত হওয়া আবশ্যক। শ্রীসনাতন ও শ্রীরূপ আপনাদিগকে দৈন্যক্রমে 'অস্পৃশ্য' বলিলেও শ্রীচৈতন্যদেব যেরূপ জোর করিয়া শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতনকে স্পর্শ করিয়াছেন, অথবা ভূঁইমালীকুলে আবির্ভূত ঝড়ু ঠাকুর দৈন্যক্রমে আপনাকে অস্পৃশ্য বলিলেও উচ্চকুলে আবির্ভূত কালিদাস যেরূপ ছলে, বলে, কৌশলে ঝড়ু ঠাকুরের পদরজঃ সর্ব্বাঙ্গে মাখিয়াছেন এবং সস্ত্রীক ঝড়ুঠাকুরের

উচ্ছিষ্ট ও পরিত্যক্ত আমের আঁটি আঁস্তাকুড় বা ত্যাজ্যগ্রাহ হইতে আহরণ করিয়া চুষিয়াছেন বা ঠাকুর হরিদাসের নির্য্যাণের পর মহাপ্রভু তাঁহার দেহ কোলে করিয়া নৃত্য করিয়াছেন, ভক্তগণ তাঁহার পাদোদক পান করিয়াছেন, অদ্বৈতপ্রভু জোর করিয়া ঠাকুর হরিদাসকে শ্রাদ্ধপাত্র প্রদান করিয়াছেন, সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য হরিদাস ঠাকুরের চরণে প্রণত হইয়াছেন, সেইরূপ আদর্শ না দেখাইয়া কেবল শ্রীচৈতন্য ও শ্রীচৈতন্যভাগবতের শিক্ষাকে 'নিজের দাঁড়ে ছোলা' নীতিতে পর্য্যবসিত করিলে বিপ্রলিপ্সার আশ্রয় গ্রহণ করা হইবে। শ্রীচৈতন্যদেবের উচ্ছিষ্ট-ভোজনাভিলাষী হরিদাস ঠাকুর মহাপ্রভুর সহিত একসঙ্গে ভোজন করিতে না চাহিলেও মহাপ্রভু এক পংক্তিতে ভোজন করিবার জন্য আহ্বান করিয়াছেন এবং অদ্বৈত-প্রভু মহাপ্রভুর আদেশে হরিদাসকে লইয়া একসঙ্গে ভোজন করিয়াছেন। সেই শিক্ষা ও আদর্শ বসন্ত বাবুর লিখিত প্রবন্ধে উদ্ধৃত হয় নাই কেন? ভগবদ্ভক্ত না হইলে সার্ব্বদেশিক সত্য-গ্রহণে আমাদের 'বুকের পাটা' হয় না। অভক্ত বা ভক্তব্রুবসম্প্রদায় পার্থিব সুবিধাবাদের নফর। তাহাদের প্রসঙ্গেই মহাপ্রভু বলিয়াছেন, উহারা মুখে বেদ বা শাস্ত্র মানিয়া বেদনিষিদ্ধ আচারেরই পূজা করিয়া থাকে।

'ভক্ত অথচ অস্পৃশ্য'—এই কথাটি 'সোণার মাটীর বাটি'র ন্যায় নিরর্থক। শ্রীচৈতন্যদেব ঠাকুর হরিদাসকে

অস্পৃশ্যভক্ত (!)(?) জ্ঞান করিলে নির্য্যাণের পর ঠাকুরের দেহকে পরম পবিত্রতার আদর্শ প্রদর্শনকল্পে কোলে করিয়া নৃত্য করিতেন না। একে চতুর্বর্ণাতিরিক্ত পঞ্চম ষষ্ঠ সপ্তম সংজ্ঞ অন্ত্যজ জাতির দেহ, তাহার উপর আবার মৃতদেহ, সুতরাং দ্বিগুণিতভাবে অস্পৃশ্য। কিন্তু মহাপ্রভু বলিলেন যে, হরিদাস ঠাকুরের স্পর্শে সর্ব্বপাবনসরিৎ-কুলাশ্রয় তরল পুণ্যৈকভাণ্ডার সমুদ্র পর্য্যন্ত মহাতীর্থ হইল। শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের দেহ অস্পৃশ্য নীচ জাতির দেহ বা কর্ম্মফল-বাধ্য জীবের মৃতদেহ বিচার করিলে সেই দেহের সর্ব্ব নিম্নাঙ্গের অর্থাৎ চরণের ধৌতজল শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিদ্যমানেই বা ভক্তগণ কি করিয়া পান করিলেন ?

কেবল শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষায় নহে, পূর্ব্ব পূর্ব্ব সনাতন বৈষ্ণবধর্ম্মাচার্য্যগণের আচরণেও এই সত্যই প্রকাশিত হইয়াছে। ব্রাহ্মণ-কুলশিরোমণি আচার্য্য শ্রীরামানুজ যখন শুনিতে পাইলেন যে, তাঁহার গুরু মহাপূর্ণ কোন শূদ্র-কুলোদ্ভূত ভক্তের অপ্রকটের পর তাঁহার দেহকে সংস্কৃত করায় কর্ম্মজড়-স্মার্ত্ত-সম্প্রদায় মহাপূর্ণের কার্য্য অব্রাহ্মণো-চিত হইয়াছে বলিয়া নিন্দাবাদ করিতেছে, এমন কি, মহাপূর্ণের সামাজিক আত্মীয়-স্বজন তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়াছে, তখন শ্রীরামানুজ মহাপূর্ণের নিকট উপস্থিত হইলেন। মহাপূর্ণ রামানুজকে বলিলেন,—তিনি ধর্ম্ম-শাস্ত্রানুযায়ী কার্য্য করিয়াছেন, কেননা, মহাজনের পথ

অনুসরণ করাই ধর্ম্ম। জটায়ু তির্য্যগ্‌ যোনিতে আবির্ভূত হইলেও ভগবদ্ভক্ত-বিচারে ভগবান্‌ রামচন্দ্র জটায়ুর দেহের সংস্কার করিয়াছিলেন। যুধিষ্ঠির ক্ষত্রিয়কুলে আবির্ভূত হইয়াও দাসীপুত্র শূদ্রকুলে আবির্ভূত বিদুরের পূজা করিতেন; সুতরাং মহাপূর্ণ ভক্তের সেবা-সৌভাগ্য লাভ করায় আপনাকে পরম কৃতার্থই মনে করিতেছেন। আপাতদর্শী বহির্ম্মুখ আত্মীয়-স্বজন-নামধারী কর্ম্মজড়-সম্প্রদায় তাঁহাকে 'একঘরে' করায় তাঁহার মঙ্গলই হইয়াছে; কেন না, তিনি অনেক যত্ন করিয়া (ভক্তিবিরোধি ভোগীর) যাহাদের দুঃসঙ্গ বর্জ্জন করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন, শ্রীভগবানের কৃপায় সেই সকল দুঃসঙ্গ স্বেচ্ছায়ই দূরে সরিয়া গিয়াছে।

'প্রপন্নামৃত'-গ্রন্থ-পাঠে জানা যায় যে,—একসময় চণ্ডাল-বংশে আবির্ভূত তিরুপ্পানি নামক এক দক্ষিণদেশীয় ভগবদ্ভক্ত কাবেরীর তীরে হরিকীর্ত্তন করিতে করিতে বাহ্য সংজ্ঞা হীন হন। সেই সময় শ্রীরঙ্গনাথ দেবের 'মুনি' নামক জনৈক ব্রাহ্মণ পূজারী শ্রীবিগ্রহের অভিষেকের জন্য কাবেরী হইতে জল লইয়া শ্রীমন্দিরাভিমুখে গমনকালে অকস্মাৎ তিরুপ্পানিকে নিদ্রিতাবস্থায় দেখিয়া চণ্ডাল-জাতি-জ্ঞানে কএকবার রূঢ়স্বরে আহ্বান করিলেন। হস্তদ্বারা অস্পৃশ্য জাতিকে স্পর্শ করিলে নিজে অপবিত্র হইবেন ও দেবসেবার জল নষ্ট হইবে মনে করিয়া তিরুপ্পানির অঙ্গে ব্রাহ্মণাভিমানী পূজারী লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিয়া তাঁহাকে

জাগ্রত করিলেন। এদিকে সেই পূজারী শ্রীরঙ্গনাথের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া দেখিতে পাইলেন যে, ভিতর হইতে মন্দিরের দ্বার রুদ্ধ। অনেক ডাকাডাকির পর মন্দির হইতে এক বাণী পূজারীর কর্ণে প্রবিষ্ট হইল। শ্রীরঙ্গনাথ বলিতেছিলেন যে, তাঁহার ভক্তকে ব্রাহ্মণাভিমানী পূজারী অস্পৃশ্য চণ্ডাল-জাতি মনে করিয়া তাঁহার অঙ্গে যে লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিয়াছে, তাহাতে শ্রীরঙ্গনাথের শ্রীঅঙ্গই আহত হইয়াছে। সেই ভক্তকে স্কন্ধে করিয়া পূজারী মন্দির প্রদক্ষিণ না করা পর্য্যন্ত মন্দিরের দ্বার উন্মুক্ত হইবে না। পূজারী তখন সেই ভক্তকে স্কন্ধে বহন করিয়া শ্রীরঙ্গদেবের মন্দির প্রদক্ষিণ করিবার পর দ্বার উন্মুক্ত হইল। মুনি-নামক ব্রাহ্মণ 'বাহন' হইয়াছিলেন বলিয়া শ্রীতিরুপ্পানি শ্রী-সম্প্রদায়ে 'মুনিবাহন' আলোয়ার নামে এখনও পূজিত হইতেছেন। উৎকৃষ্ট ব্রাহ্মণকুলে অবতীর্ণ শ্রীরামানুজাদি আচার্য্যগণ সেই মুনিবাহনের নিত্য পূজা করিয়াছেন। ব্রাহ্মণকুলে আবির্ভূত আলবন্দারুঋষি শূদ্র-কুলে আবির্ভূত ভক্তাবতার শঠকোপকে প্রণাম করিয়া বলিয়াছেন,—

> মাতা পিতা যুবতয়স্তনয়া বিভূতিঃ
> সর্ব্বং যদেব নিয়মেন মদন্বয়ানাম্।
> আদ্যস্য নঃ কুলপতের্ব্বকুলাভিরামং
> **শ্রীমত্তদঙ্ঘ্রি যুগলং প্রণমামি মূর্দ্ধা ॥**

(আলবন্দারু-স্তোত্র ৭ম শ্লোক)

আমাদিগের কুলের প্রথমাচার্য্য শঠকোপের শ্রীমৎ পদ-যুগলকে আমি মস্তক-দ্বারা প্রণাম করিতেছি। আমার বংশীয় অধস্তন শিষ্যবর্গের সমস্ত সম্পত্তিই ঐ শ্রীমৎ পদ-যুগল। তাহাদের মাতা, পিতা, স্ত্রী, পুত্র এবং ঐশ্বর্য্য—সর্ব্বস্বই ঐ শঠকোপদেবের শ্রীচরণ।

বৈষ্ণব কখনও আপনাকে 'বৈষ্ণব' বা 'শ্রেষ্ঠ' বলেন না; কিন্তু বৈষ্ণবগণ দৈন্যপূর্ব্বক আপনাদিগকে 'অধম', 'চণ্ডাল', 'নীচ', 'পতিত', 'অযোগ্য' বলেন বলিয়া যে-সকল হরিবিমুখ ব্যক্তি বৈষ্ণবের দৈন্যের তাৎপর্য্য না বুঝিয়া, বৈষ্ণবের অতিমর্ত্ত্য দৈন্যের অবৈধ সুযোগ লইয়া তাঁহাদের ঘাড়ে চড়িতে চাহে, সেই বিমুখ ব্যক্তিদিগের জ্ঞানসঞ্চারের জন্য বৈষ্ণব-গুরুর দাসগণ সাধারণের নিকট আত্মম্ভরী বলিয়া প্রচারিত হইয়াও গুরুবর্গের শ্রেষ্ঠত্ব প্রচার করিয়া থাকেন। রঙ্গনাথের ব্রাহ্মণাভিমানী পূজারী তিরুপ্পানি-আলোয়ারের অতিমর্ত্ত্য দৈন্যের সুযোগ লইয়া তাঁহাকে অস্পৃশ্য-জাতি-সামান্যে দর্শন করিয়াছিলেন; কিন্তু ভগবান্ ভক্ত-মর্য্যাদা-লঙ্ঘন সহ্য করিলেন না। মুনি যাঁহাকে হয়ত' সাধারণ অভক্ত অস্পৃশ্যের ন্যায় মন্দিরে প্রবেশের অযোগ্য মনে করিয়াছিলেন, সেই মহাভাগবত তিরুপ্পানিকে রঙ্গনাথ ব্রাহ্মণ-পূজারীর ঘাড়ে চড়াইয়াছিলেন এবং সেই ভক্তের কৃপা-ব্যতীত নিত্যপূজাকারীর পর্য্যন্ত মন্দিরে প্রবেশাধিকার নাই,—ইহা জানাইয়াছিলেন।

শ্রীচৈতন্যদেব তাঁহার উচ্চবর্ণের শিষ্যগণকে লইয়া 'পিণ্ডার উপরে' বসিতেন এবং সনাতন ও হরিদাস 'পিণ্ডার তলে' বসিতেন,—এই নজীর দেখাইয়া প্রাকৃত দেহাভিমানী ব্যক্তিগণ বঞ্চিত হইতে পারেন; বস্তুতঃ শ্রীচৈতন্যদেব কখনও শ্রীসনাতন, শ্রীরূপ বা ঠাকুর হরিদাসকে পিণ্ডার তলে বসিতে বলিতেন না বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্যান্য পার্ষদগণও শ্রীসনাতন বা ঠাকুর হরিদাসকে 'নীচ' মনে করিয়া মহাপ্রভুর সহিত উচ্চাসন লাভের জন্য ব্যগ্র হইতেন না। অভক্ত দেহাভিমানী জড়ভোগী সম্প্রদায়ে ঐরূপ রীতি লক্ষিত হয়। শ্রীরূপ, শ্রীসনাতন ও ঠাকুর হরিদাসকে শ্রীচৈতন্যদেব তাঁহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বলিয়াই জানিতেন। মর্য্যাদা-মার্গে ভগবানের সহিত ভক্ত বা গুরুর সহিত শিষ্য কখনও সমান উচ্চাসনে বসেন না,—ইহাই লোকশিক্ষক শ্রীসনাতনাদি আচার্য্যগণ শিক্ষা দিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যদেব মায়াবাদী সন্ন্যাসিগণের দাম্ভিকতা বিনাশ ও তাঁহাদিগকে বঞ্চনা করিবার জন্য যেরূপ সর্ব্বোত্তম হইয়াও বারাণসীতে পদপ্রক্ষালনের স্থানে উপবেশন করিয়াছিলেন, তদ্রূপ সনাতন এবং হরিদাসও দৈন্যক্রমে নিম্নাসনে বসিতেন।

বসন্ত বাবু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে দেখাইয়াছেন,— 'যে গ্রামে ব্রাহ্মণ ছিলেন না, সেখানে বলভদ্র রন্ধন করিতেন', কিন্তু সেখানে তিনি **'ভোজ্যান্ন-ব্রাহ্মণ'**—এই কথাটির আদৌ উল্লেখ না করায় বিপ্রলিপ্সা-দোষ উপস্থিত

হইয়াছে। 'ভোজ্যান্ন-ব্রাহ্মণ' বলিতে বিষ্ণুসেবা-পরায়ণ সদাচার-সম্পন্ন যে ব্রাহ্মণের অন্ন ভোজন-যোগ্য, তাঁহাকে বুঝায় ; যথা—

অভোজ্যান্ন-বিপ্র যদি করে নিমন্ত্রণ।
প্রসাদমূল্য লইতে লাগে কৌড়ি দুই পণ॥
ভোজ্যান্নবিপ্র যদি নিমন্ত্রণ করে।
কিছু প্রসাদ আনে, কিছু পাক করে ঘরে॥

(চৈঃ চঃ অঃ ৮।৮৬-৮৭)

যদি ব্রাহ্মণমাত্রের পাচিত অন্নই মহাপ্রভু অবিচারে ভিক্ষা করিতেন, তাহা হইলে 'অভোজ্যান্ন' ও 'ভোজ্যান্ন-বিপ্র' শব্দের প্রয়োগ থাকিত না। বস্তুতঃ মহাপ্রভু অচল-জল 'সনোড়িয়া'র গৃহেও তাঁহাকে শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীর আশ্রিত ভগবদ্ভক্ত জানিয়া পুরীপাদের প্রদর্শিত আদর্শানুসরণে সনোড়িয়া-পাচিত অন্ন গ্রহণ করিয়াছিলেন।—(চৈঃ চঃ মঃ ১৭শ পঃ)

শ্রীচৈতন্যদেব বৈষ্ণব ব্রাহ্মণকেই আদর করিয়াছেন, অবৈষ্ণব ব্রাহ্মণ-ব্রুবকে আদর করেন নাই। কাশীর মায়াবাদী ব্রাহ্মণসন্ন্যাসিগণকে অবৈষ্ণব জানিয়া তিনি তাঁহাদের সহিত ভোজন করেন নাই। যথা,—

তপনমিশ্রের ঘরে ভিক্ষানির্ব্বাহণ।
সন্ন্যাসীর সঙ্গে নাহি মানে নিমন্ত্রণ॥

(চৈঃ চঃ আঃ ৭।৪৬)

শ্রীমন্মহাপ্রভু সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের জামাতা অমোঘকে বলিয়াছিলেন,—

সহজ নির্ম্মল এই ব্রাহ্মণ-হৃদয়।
কৃষ্ণের বসিতে এই যোগ্যস্থান হয়॥
মাৎসর্য্য-চণ্ডাল কেনে ইহা বসাইলা।
পরম পবিত্র স্থান অপবিত্র কৈলা॥

(চৈঃ চঃ ম ১৫।২৭৪-২৭৫)

বসন্তবাবু শ্রীচৈতন্যভাগবতকে বিশেষ আদর করিয়াছেন, সেই শ্রীচৈতন্যভাগবতের আদিখণ্ড ১৬শ অধ্যায়ে দেখিতে পাওয়া যায়,—এক 'ঢঙ্গবিপ্র' 'অন্ত্যজকুল-জাত ব্যক্তি ভক্ত হইলেই বা লোকে তাহাকে এত দণ্ডবৎ প্রণাম ও ভক্তি করিবে কেন', বিচার করিয়া নিজেকে সর্ব্বোচ্চবর্ণজ্ঞানে কপট ভক্ত সাজিয়া হরিদাস ঠাকুর অপেক্ষাও অধিকতর সম্মান-লাভের উচ্চ আশা পোষণ করিয়াছিলেন; কিন্তু সেজন্য সেই প্রতিষ্ঠাকাঙ্ক্ষী অপরাধী ব্রাহ্মণাভিমানী ব্যক্তি ডঙ্কের দ্বারা তীব্রভাবে প্রহৃত ও দণ্ডিত হইয়াছিলেন,—

আশে পাশে ঘাড়ে মুড়ে বেত্রের প্রহার।
নির্ঘাত মারয়ে ডঙ্ক, রক্ষা নাহি আর॥
বেত্রের প্রহারে দ্বিজ জর্জ্জর হইয়া।
'বাপ' 'বাপ' বলি' শেষে গেল পলাইয়া॥

(চৈঃ ভাঃ আঃ ১৬।২১৭-২১৮)

'মামকী তনু' ব্রাহ্মণের অঙ্গে আঘাত করা শাস্ত্রবিগর্হিত

কার্য্য, সন্দেহ নাই ; কিন্তু শ্রীল হরিদাস ঠাকুরে যাহার জাতি-সামান্য বুদ্ধি, সেরূপ ব্যক্তির ব্রাহ্মণত্ব কোথায় ? তাহাকে দণ্ডবিধানই শাস্ত্রাদেশ,—ইহাই শ্রীচৈতন্যভাগবত প্রমাণ করিলেন। তাই ডঙ্ক বলিয়াছিলেন,—

হরিদাস-সঙ্গে স্পর্দ্ধা মিথ্যা করি করে।
অতএব শাস্তি বহু করিলুঁ উহারে ॥

(চৈঃ ভাঃ আঃ ১৬।২২৭)

শ্রীচৈতন্যদেব স্বয়ং 'ঠেঙ্গা' লইয়া এক বহির্ম্মুখ ব্রাহ্মণ 'পড়ুয়া'কে প্রহার করিতে ধাবিত হইয়াছিলেন। (চৈঃ চঃ আদি ১৭শ পরিচ্ছেদ)

হরিদাস ঠাকুরের চরণে অপরাধ করায় আর এক 'বিপ্রাধমে'র (অন্ত্যজসপ্তম হইতেও নিকৃষ্ট) কুষ্ঠরোগে নাসিকা খসিয়া পড়িয়াছিল। যথা—

'ব্রাহ্মণ হইয়া যদি অবৈষ্ণব হয়।
তবে তা'র আলাপেও পুণ্য যায় ক্ষয় ॥
সে বিপ্রাধমের কত দিবস থাকিয়া।
বসন্তে নাসিকা তা'র পড়িল খসিয়া ॥
এ সকল * *, ব্রাহ্মণ-নাম-মাত্র।
এসব লোক যম-যাতনার পাত্র ॥
এসব বিপ্রের স্পর্শ, কথা, নমস্কার।
ধর্ম্মশাস্ত্রে সর্ব্বথা নিষেধ করিবার ॥

কিমত্র বহুনোক্তেন ব্রাহ্মণা যে হ্যবৈষ্ণবাঃ।
তেষাং সম্ভাষণং স্পর্শং প্রমাদেনাপি বর্জ্জয়েৎ ॥
শ্বপাকমিব নেক্ষেত লোকে বিপ্রমবৈষ্ণবম্।
বৈষ্ণবো বর্ণবাহ্যোঽপি পুণাতি ভুবনত্রয়ম্ ॥
(চৈঃ ভাঃ আঃ ১৬শ অঃ)

শ্রীযুক্ত বসন্তবাবুর বহুমানিত শ্রীচৈতন্যভাগবত ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের বিচার অনুসরণ করিলে ইহাই স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, শ্রীচৈতন্যদেব যে-কোন কুলে অবতীর্ণ ভগবদ্ভক্তকেই 'পরম পবিত্র' ও 'সর্ব্বোত্তম' মনে করিয়াছেন এবং অভক্ত-সম্প্রদায় যতই সামাজিক ও লৌকিক বিচারে উচ্চ হউন না কেন, তাঁহারা সনাতন-শাস্ত্রানুযায়ী মঙ্গল-লাভেচ্ছুগণের অস্পৃশ্য। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত আদি ১৭শ পরিচ্ছেদে দেখিতে পাওয়া যায় যে, ব্রাহ্মণকুলশিরোমণি শুদ্ধভক্তবর শ্রীবাস পণ্ডিতের গৃহ-দ্বারে গোপাল-চাপাল-নামক জনৈক ব্রাহ্মণ-সন্তান তামসিক পূজার কতকগুলি দ্রব্য রাখিয়া গিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণবর পণ্ডিত শ্রীবাস ঐ সকল তামসিক পূজোপকরণ সদাচার-সম্পন্ন ব্রাহ্মণের অস্পৃশ্য-জ্ঞানে—

'**হাড়ীকে** আনিয়া সব দূর করাইল।
জল গোময় দিয়া সেই স্থান লেপাইল ॥'
(চৈঃ চঃ আঃ ১৭।৪৪)

শ্রীচৈতন্যদেব সেই তামসিক পূজা-প্রিয় বৈষ্ণব-বিদ্বেষী

গোপাল-চাপালের ব্যবহারে ক্রুদ্ধ হইয়া তর্জ্জন-গর্জ্জন করিতে করিতে তাহাকে বলিলেন,—

আরে পাপি, ভক্তদ্বেষি, তোরে না উদ্ধারিমু।
কোটিজন্ম এইমতে কীড়ায় খাওয়াইমু॥
শ্রীবাসে করাইলি তুই ভবানীপূজন।
কোটিজন্ম হ'বে তোর রৌরবে পতন॥

(চৈঃ চঃ আ ১৭।৫১-৫২)

শ্রীচৈতন্যভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীমদ্ভাগবত ও পুরাণাদি সর্ব্বশাস্ত্র এবং আচার্য্যগণের ইহাই শিক্ষা,—

"বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধির্যস্য বা নারকী সঃ॥"

শ্রীযুক্ত বসন্তবাবু 'রূপ-সনাতনের জাতি' আলোচনা * করিতে গিয়া শ্রীসনাতন ও শ্রীরূপকে 'নীচজাতি' বলিয়া প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। অথচ শ্রীল জীবগোস্বামী প্রভু 'সংক্ষেপ-তোষণী'তে তাঁহাদের পূর্ব্বাশ্রমের বংশের যে পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে তাঁহারা সদাচার-সম্পন্ন কর্ণাট্ ব্রাহ্মণ-বংশে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, ইহার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। শ্রীযুক্ত বসন্তবাবু পূর্ব্বে লিখিয়াছিলেন,— "শ্রীল সনাতন ও শ্রীরূপ অহিন্দুকুলোদ্ভূত হরিদাসের সহিতই মিশিতেন।" কিন্তু শ্রীসনাতন রামকেলী গ্রামে— "ভট্টাচার্য্য পণ্ডিত বিশ-ত্রিশ লঞা। ভাগবত বিচার করেন

* ১৩৪১ সনের শ্রাবণ-মাসের 'ভারতবর্ষে' 'রূপ-সনাতনের জাতি' প্রবন্ধ।

সভাতে বসিয়া ॥" (চৈঃ চঃ মঃ ১৯।১৭)। বাহ্যদৃষ্টিতে মহাপ্রভুর চরণাশ্রয় করিবার পূর্ব্বেই অর্থাৎ রামকেলিতে হুসেন শাহের কার্য্য করিবার সময়ই যখন শ্রীসনাতন (শাকর মল্লিক) বিশ-ত্রিশ জন ভট্টাচার্য্য পণ্ডিতের সহিত সভাতে বসিয়াভাগবত বিচার করিতেন (পিণ্ডার তলে বসিয়া শুশ্রূষুর ন্যায় শ্রবণ নহে), তখন শ্রীসনাতন-সম্বন্ধে অন্যপ্রকার বিচার প্রামাণিকগ্রন্থ-বহির্ভূত স্বকপোল-কল্পনা-ব্যতীত আর কি? ভক্তিরত্নাকরের প্রথম তরঙ্গেও দেখিতে পাওয়া যায়,—

যবে মগ্ন হ'ন দৈন্য-সমুদ্র-মাঝারে।
ম্লেচ্ছাধিক হৈতে নীচ মানে আপনারে ॥
বিপ্ররাজ হইয়া মহাখেদযুক্ত অন্তরে।
আপনাকে বিপ্রজ্ঞান কভু নাহি করে ॥

শ্রীল সনাতন ও শ্রীল রূপ দৈন্যভরে আপনাদিগকে 'নীচজাতি' ও 'ম্লেচ্ছসঙ্গী' জানাইয়া আমাদিগের কপট বহির্ম্মুখ জাত্যভিমানের স্বরূপ প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন। বহির্ম্মুখ আত্মীয়-স্বজনাসক্ত আমরা বহির্ম্মুখতা ও অসদাচারের নানা-প্রকার আবেষ্টনের মধ্যে অবস্থিত থাকিয়াও 'স্পর্শ-দোষের প্রভাব অতিক্রম করিয়াছি' বলিয়া যতই শ্লাঘা করি না কেন, তাহা কপটতা মাত্র। এই জন্যই বোধ হয়, শ্রীচৈতন্যদেব এই কলিযুগে প্রাকৃত বিচারে আমাদের শুদ্ধতার অভাব লক্ষ্য করিয়া শাস্ত্র-বাক্য উদ্ধার পূর্ব্বক বলিয়াছেন,—

অশুদ্ধাঃ শূদ্রকল্পা হি ব্রাহ্মণাঃ কলিসম্ভবাঃ।
তেষামাগম-মার্গেণ শুদ্ধির্ন শ্রৌতবর্ত্মনা॥
(হঃ ভঃ বিঃ ৫ম বিঃ ৩য় সংখ্যা-ধৃত বিষ্ণুযামল-বাক্য)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের অন্ত্য ৪র্থ পরিচ্ছেদে দেখা যায়, শ্রীচৈতন্যদেব শ্রীসনাতনের অঙ্গে কণ্ডুরসার উদ্গম সত্ত্বেও(?) অত্যন্ত আদরের সহিত সনাতনকে আলিঙ্গন করিয়া বলিয়াছিলেন,—

"অপ্রাকৃত দেহ তোমার প্রাকৃত কভু নয়।"

শ্রীসনাতন ও শ্রীহরিদাস উভয়কে মহাপ্রভু বলিয়াছিলেন,—

———বৈষ্ণবদেহ প্রাকৃত কভু নয়।
অপ্রাকৃতদেহ ভক্তের চিদানন্দময়॥
সনাতনের দেহে কৃষ্ণ কণ্ডু উপজাঞা।
আমা পরীক্ষিতে ইহাঁ দিল পাঠাঞা॥
ঘৃণা করি আলিঙ্গন না করিতাম যবে।
কৃষ্ণঠাঞি অপরাধী হইতাম তবে॥
(চৈঃ চঃ অঃ ৪।১৯১, ১৯৫, ১৯৬)

শ্রীচৈতন্যদেবের সময় গৌড়ের বাদসাহ হোসেন শাহ তাঁহার বেগমের অনুরোধে সুবুদ্ধিরায়কে 'করোঁয়ার পানি' খাওয়াইয়া জাতিভ্রষ্ট করিয়াছিলেন। কাশীর স্মার্ত্ত পণ্ডিতগণ তপ্তঘৃত ভোজন করিয়া সুবুদ্ধি রায়কে প্রাণ ত্যাগ করিবার ব্যবস্থা দিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যদেব স্মার্ত্ত পণ্ডিতগণের ঐ ব্যবস্থাকে সমর্থন না করিয়া সুবুদ্ধিরায়কে বলিয়াছিলেন,—

এক নামাভাসে তোমার পাপ-দোষ যাবে।
আর নাম লৈতে কৃষ্ণ-চরণ পাইবে ॥
আর কৃষ্ণনাম লৈতে কৃষ্ণস্থানে স্থিতি।
মহাপাতকের হয় এই প্রায়শ্চিত্তি ॥

(চৈঃ চঃ মঃ ২৫।১৯২-১৯৩)

অতএব ইহা স্পষ্ট যে, শ্রীচৈতন্যদেব কোন দিনই কর্ম্মজড়-স্মার্ত্তগণের পার্থিব বিচারকে উচ্চস্থান দেন নাই, বরং কর্ম্মজড়গণের আচার ও বিচার যখনই উহাদের ক্ষুদ্র গণ্ডি অতিক্রম করিয়া তাহা পারমার্থিকগণের উপরে বিক্রম প্রকাশ করিতে উদ্যত হইয়াছে, তখনই শ্রীচৈতন্যদেব তাহা দুঃসঙ্গ জ্ঞানে পরিত্যাগ করিবারই উপদেশ দিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যদেব বলিয়াছেন,—

অসৎসঙ্গ-ত্যাগ—এই **বৈষ্ণব-আচার।**
স্ত্রীসঙ্গী এক অসাধু, **কৃষ্ণাভক্ত আর ॥**

(চৈঃ চঃ মঃ ২২।৮৪)

জন্মগত উচ্চাবচ বিচার—যোষিৎসঙ্গজাত, আর পারমার্থিকতার ক্রম-বিচার—চেতন বা আত্মার বৃত্তির উন্মেষগত। একটি—জড়, আর একটি—চেতন। এইজন্য যাহাদের মেধা জন্মগত উচ্চাবচ-বিচারে অভিনিবিষ্ট, শ্রীচৈতন্যদেব ও সনাতনশাস্ত্র তাহাদিগকে 'কর্ম্মজড়' বলিয়াছেন, যথা—

স্বভাবস্থৈঃ কর্ম্মজড়ান্ বঞ্চয়ন্ দ্রবিণাদিভিঃ।
হরের্নৈবেদ্যসম্ভারান্ বৈষ্ণবেভ্যঃ সমর্পয়েৎ ॥
(হঃ ভঃ বিঃ ৯।১০৩-সংখ্যাধৃত প্রহ্লাদপঞ্চরাত্র-বাক্য)

কর্ম্মজড়স্মার্ত্ত অবৈষ্ণবকে অনিবেদিতদ্রব্য দান, এবং তাঁহাদিগের লোভনীয় প্রাকৃত অর্থাদির দ্বারা বঞ্চনা করিয়া বৈষ্ণবদিগকেই শ্রীহরির অপ্রাকৃত নৈবেদ্য প্রদান করিবে।

শ্রীচৈতন্যদেব বলিয়াছেন,—কর্ম্মজডব্যক্তিগণ ভগবৎ-প্রসাদকে নিজ বা পরভোগ্য জড় 'ডাল-ভাত' মনে করিয়া তাঁহাকে স্পর্শ-দোষের অধীন করিয়া ফেলে; অতএব তাহাদিগকে অপ্রাকৃত ভগবন্নৈবেদ্য দান না করিয়া ভোগ্য-জগন্মাত্রদর্শনকারী জানিয়া 'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে'-শ্লোকানুসারে তাহাদের কাম্য জাগতিক ভোগের বস্তু বা দ্রবিণাদিমাত্র প্রদান করাই উচিত।

কর্ম্মজড়স্মার্ত্ত-সম্প্রদায়ের অনেকে শ্রীরায় রামানন্দ-সংবাদের 'স্বধর্ম্মাচরণে বিষ্ণুভক্তি হয়' এবং বিষ্ণুপুরাণের 'বর্ণাশ্রমাচারবতা' শ্লোক উদ্ধার করিয়া বলেন যে, শ্রীমন্মহাপ্রভু বর্ণাশ্রমধর্ম্ম-পালনকেই শ্রেষ্ঠধর্ম্ম বলিয়াছেন। অত্যন্ত পাপপ্রবণ দেহাভিমানী জীব যাহাতে উচ্ছৃঙ্খলতা পরিহার করিয়া ক্রমশঃ সদাচারী হইতে পারে, তজ্জন্যই বিষ্ণুসেবার আনুকূল্যকারী **দৈববর্ণাশ্রম** ধর্ম্মের উপযোগিতার কথা পরমার্থরাজ্যের প্রাথমিক শিক্ষারূপে সনাতন বেদশাস্ত্র ও শ্রীচৈতন্যদেব উপদেশ করিয়াছেন।

সাত্বতশাস্ত্রে দৈব ও অদৈব—এই দ্বিবিধ বর্ণাশ্রমধর্ম্মের ভেদ লক্ষিত হয়। কর্ম্মজড়গণ বিষ্ণুর দ্বারা তাহাদের পার্থিব সুবিধা পূরণ করিয়া লইবার উদ্দেশ্যে যে বিষ্ণুসেবার ছলনা বা বিষ্ণুভক্তির মৌখিকতা প্রদর্শন করেন, তাহা দৈববর্ণাশ্রমীর বিচার নহে। শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষায় ও শ্রীল জীবগোস্বামিপ্রভুর সন্দর্ভে স্পষ্টই দেখা যায় যে, পঞ্চোপাসকগণ যে বিষ্ণুর উপাসনার অভিনয় করিয়া থাকেন, তাহা অবৈধ ও অদৈব ; তাহা বিদ্ধ, শুদ্ধ নহে। বিষ্ণূপাসনার শুদ্ধত্বের অভাবে বর্ণাশ্রমের শুদ্ধত্বও আক্রান্ত হয়। কাজেই শ্রীচৈতন্যদেবের উপদিষ্ট বর্ণাশ্রম কর্ম্ম-জড়গণের প্রাকৃত-সুবিধাবাদ-মূলক বর্ণাশ্রমের আকার-মাত্র নহে।

শ্রীচৈতন্যদেব রায় রামানন্দ-সংবাদে সার্ব্বপ্রাথমিক পরমার্থলিপ্সুগণের জন্য দৈববর্ণাশ্রম স্বীকার করিয়াছেন। তাহা বিষ্ণু বা বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধিরূপ অপরাধের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে। "ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র ক্ষত্রিয় বা শ্রীকৃষ্ণ অব্রাহ্মণ-কুলোৎপন্ন, মৎস্য-বরাহাদি অবতার পশু-কুলোৎ-পন্ন, সুতরাং সেই সকল বিষ্ণুবিগ্রহ ব্রাহ্মণের আরাধ্য নহেন, কিংবা শ্রীশালগ্রাম মৃন্ময়বিকার-বিশেষ বা লোষ্ট্রখণ্ড-বিশেষ, অথবা শ্রীশালগ্রাম অব্রাহ্মণকুলে আবির্ভূত দীক্ষিত বৈষ্ণবের বা দীক্ষিত স্ত্রীজাতির অর্চ্চনীয় নহেন, মহাপ্রভুর উচ্চবর্ণের (?) শিষ্য ও নিম্নবর্ণের (?) শিষ্যের মধ্যে

পার্থক্য আছে, সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য অপেক্ষা হরিদাসঠাকুর বা শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী নীচ, মহাপ্রভুর ভক্ত কালিদাস অপেক্ষা ঝড়ু ঠাকুর নিম্ন"—এইরূপ কর্ম্মজড়তা ও অদৈব-বর্ণাশ্রমোৎপন্না শাস্ত্রবিরোধিনী বুদ্ধি নিজমঙ্গলকামিজনের বিসর্জ্জনীয়, ইহাই শ্রীচৈতন্যদেব আমাদিগকে জানাইয়াছেন।

শ্রীহরিভক্তিবিলাসে স্পষ্টই দেখা যায়, যে-কোন কুলোদ্ভূত পুরুষ বা স্ত্রী বৈষ্ণবী দীক্ষায় দীক্ষিত হইলে শালগ্রাম-পূজায় অধিকার পাইতে পারেন। সুতরাং শ্রীচৈতন্যদেব পারমার্থিকগণের প্রতি জাতিবুদ্ধি বা পারমার্থিকগণের মধ্যে জাতিভেদ করিতেন,—একথা কিছুতেই টিঁকিতে পারে না। তবে ইহাও সত্য যে, শ্রীচৈতন্যদেব অপারমার্থিক অবৈষ্ণবগণের জাতিভেদ তুলিয়া দিয়া সামাজিক বিশৃঙ্খলার সমর্থন কোন দিনই করেন নাই। অবৈষ্ণবগণের মধ্যে ব্যবহারিক জাতিভেদ থাকিবে, কিন্তু পারমার্থিক বৈষ্ণবগণের উপর অবৈষ্ণবগণের আইন প্রযুক্ত হইবে না,—ইহাই ছিল তাঁহার ভক্তিবিজ্ঞানের বিচার। অবৈষ্ণব সর্ব্বোচ্চকুলজাত হইলেও মহাপ্রভুর বিচারে তাঁহার সহিত পারমার্থিক-সঙ্গ বিধেয় নহে, অর্থাৎ তাঁহার সহিত—"দদাতি প্রতিগৃহ্ণাতি গুহ্যমাখ্যাতি পৃচ্ছতি। ভুঙ্‌ক্তে ভোজয়তে চৈব ষড়্‌বিধং প্রীতিলক্ষণম্‌॥" —এই ছয় প্রকারের প্রীতিলক্ষণময় সঙ্গ করিতে হইবে না, করিলে পরমার্থ হইতে বিচ্যুত হইতে হইবে। তাই

মহাপ্রভু কাশীর মায়াবাদি-ব্রাহ্মণ-সন্ন্যাসিগণের সহিত একসঙ্গে ভোজন করেন নাই, অভোজ্যান্ন-বিপ্রের পাচিত ও স্পৃষ্ট অন্ন গ্রহণ করেন নাই। তাঁহাদিগকে লৌকিক সম্মান প্রদানপূর্ব্বক দূর হইতে দণ্ডবৎ করিয়া বিদায়-দানই মহাপ্রভু ও ভাগবতের শিক্ষা।

মহাকুল-প্রসূতোঽপি সর্ব্বযজ্ঞেষু দীক্ষিতঃ।
সহস্রশাখাধ্যায়ী চ ন গুরুঃ স্যাদবৈষ্ণবঃ॥

(হঃ ভঃ বিঃ ১।৪০)

ষট্‌কর্ম্মনিপুণো বিপ্রো মন্ত্রতন্ত্রবিশারদঃ।
অবৈষ্ণবো গুরুর্ন স্যাদ্বৈষ্ণবঃ শ্বপচো গুরুঃ॥

(হঃভঃবিঃ-ধৃত পাদ্মবচন)

ন মেঽভক্তশ্চতুর্ব্বেদী মদ্ভক্তঃ শ্বপচঃ প্রিয়ঃ।
তস্মৈ দেয়ং ততো গ্রাহ্যং স চ পূজ্যো যথা হ্যহম্॥

(হঃ ভঃ বিঃ ১০ম বিঃ ৯১ শ্লোকধৃত বচন)

শ্রীচৈতন্যদেব দৈব-বর্ণাশ্রমধর্ম্ম-পালনকেও সার্ব্বপ্রাথমিক বাহ্য সাধন বলিয়াছেন,—

এত সব ছাড়ি' আর বর্ণাশ্রমধর্ম্ম।
অকিঞ্চন হঞা লয় কৃষ্ণৈকশরণ॥

(চৈঃ চঃ মঃ ২২।৯০)

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥

(গীঃ ১৮।৬৬)

নিষ্কিঞ্চন অর্থাৎ সর্ব্বোপাধি-বিনির্ম্মুক্ত হরি-গুরু-বৈষ্ণবে শরণাগতিই শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষার সার। শ্রীচৈতন্যদেব বা তাঁহার অনুগ আচার্য্যগণ কর্ম্মজড়স্মার্ত্তবিধানগত উচ্চাবচ বিচার বহুমানন করিলে পরবর্ত্তিকালে উদিত মহামহোপাধ্যায় স্মার্ত্তভট্টাচার্য্য রঘুনন্দনকে প্রত্যেক ব্যবস্থার মধ্যে 'বৈষ্ণবপর' শব্দটি প্রয়োগ করিতে হইত না। শ্রীচৈতন্যদেব পার্থিব রাজ্যের অধিকারী কর্ম্মজড়-স্মার্ত্তগণের অনুমোদিত জাতিভেদ বা অস্পৃশ্যতার ব্যবস্থা-গুলির নিন্দা বা বন্দনা উভয়ই করেন নাই; কিংবা আধুনিক অস্পৃশ্যতা-বর্জ্জন-আন্দোলনেরও কোন সমর্থন করেন নাই। তিনি বলিয়াছেন,—

জাতি-কুল-ক্রিয়া-ধনে কিছু নাহি করে।
প্রেমধন-আর্ত্তি বিনা না পাই কৃষ্ণেরে॥
যে তে কুলে বৈষ্ণবের জন্ম কেনে নয়।
তথাপিহ সর্ব্বোত্তম সর্ব্বশাস্ত্রে কয়॥
যে পাপিষ্ঠ বৈষ্ণবের জাতিবুদ্ধি করে।
জন্ম জন্ম অধম যোনিতে ডুবি মরে॥

(চৈঃ ভাঃ মঃ ১০।৯৯-১০০, ১০২)

শ্রীচৈতন্যদেবের বিচার এইরূপ,—

জাতি, কুল,—সব নিরর্থক বুঝাইতে।
জন্মিলেন নীচকুলে প্রভুর আজ্ঞাতে॥

অধম কুলেতে যদি বিষ্ণুভক্ত হয়।
তথাপিহ সেই সে পূজ্য সর্ব্বশাস্ত্রে কয় ॥
উত্তমকুলেতে জন্মি' শ্রীকৃষ্ণে না ভজে।
কুলে তার কি করিবে, নরকেতে মজে ॥

(চৈঃ ভাঃ আঃ ১৬।২৩৭-২৩৯)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত অন্ত্যখণ্ড চতুর্থ পরিচ্ছেদে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীসনাতনকে বলিলেন,—

নীচজাতি নহে কৃষ্ণভজনে অযোগ্য।
সৎকুল বিপ্র নহে ভজনের যোগ্য ॥
যেই ভজে সেই বড়, অভক্ত হীন, ছার।
কৃষ্ণভজনে নাহি জাতি-কুলাদি-বিচার ॥
দীনেরে অধিক দয়া করে ভগবান্।
কুলীন পণ্ডিত ধনীর বড় অভিমান ॥

"যিনি বাস্তবসত্যের সেবা করেন, তিনিই প্রকৃতপ্রস্তাবে শ্রেষ্ঠ ; আর যিনি বাস্তবসত্যের সেবায় উদাসীন হইয়া অল্পকালস্থায়ী ব্যাপার-সমূহের প্রভুত্ব লাভের জন্য কালাতিপাত করেন, তিনি বাস্তবসত্যের সেবক হইতে সর্ব্বতোভাবে পৃথক্ ও ন্যূন।

শ্রীমদ্ভাগবত ১১শ স্কন্ধের ২য় অধ্যায়ে—মহাত্মা নিমিরাজের ভগবদ্ভক্ত-লক্ষণ-বিষয়ে পরিপ্রশ্নোত্তরে নবযোগেন্দ্রের অন্যতম শ্রীহবি বলিতেছেন,—

"ন যস্যজন্মকর্ম্মভ্যাং ন বর্ণাশ্রমজাতিভিঃ।
সজ্জতেঽস্মিন্নহংভাবো দেহে বৈ স হরেঃ প্রিয়ঃ॥"

যিনি নিজ ব্রাহ্মণাদি গৌরব, দান-প্রতিগ্রহাদি কর্ম্ম-গৌরব, বর্ণাশ্রম ও জাতি-গৌরব প্রভৃতি-দ্বারা চর্ম্মময় কোষের আমিত্বে বাহাদুরী করেন না, তিনি শ্রীহরির প্রিয়।

জড়স্থূল বা সূক্ষ্ম ঔপাধিক-বিচার যেকালে ভজনরাজ্যে অগ্রসর হইতে বাধা দেয়, তৎকালেই বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের বিচার-প্রণালী জীবকে ভগবৎপ্রিয়রূপে প্রতিষ্ঠিত করিতে দেয় না। যিনি প্রাপঞ্চিক বিচারের হস্ত হইতে উদ্ধার লাভ করিয়া প্রাকৃত বর্ণাশ্রমাদি ধর্ম্ম পরিহার পূর্ব্বক কৃষ্ণৈক-শরণতা লাভ করেন, তিনি ভগবানের প্রিয় হইতে পারেন, নতুবা ইতর বিচারের লোভে প্রলুব্ধ মানবগণ আপনাদিগকে হীনাবস্থ জানিয়া দৈহিক উপযোগিতাই সম্বল করিয়া বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া ক্রমশঃ কর্ম্ম-মার্গে অধঃপাতিত হন। কখনও বা কর্ম্ম-সাধনসোপান দ্বারা নির্ব্বেদ-ব্রহ্মানুসন্ধানরূপ অপস্বার্থপরতায় অবস্থিত হইয়া ভগবৎসেবা হইতে নিত্যকালের জন্য বঞ্চিত হন।"